Contents

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ছবি ও মূর্তি

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-২৯
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

التصاوير و التماثيل

تأليف : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب

الأستاذ فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ
মুহাররম ১৪৩১ হি./পৌষ ১৪১৬ বাং/জানুয়ারী ২০১০ খ্রি.
২য় সংস্করণ
শা'বান ১৪৩৭ হি./জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ বাং/মে ২০১৬ খ্রি.

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স
মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

Sobi O Murti by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**, Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi. Published (2nd Edn. 2016) by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0721-861365. Mob: 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

২য় সংস্করণের ভূমিকা

(مقدمة المؤلف للطبعة الثانية)

অদৃশ্য বস্তুর চাইতে দৃশ্যমান বস্তু মানব মনে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে। সেকারণ অদৃশ্য ব্যক্তি বা সত্তার কল্পনা থেকে মূর্তি ও ছবির প্রচলন ঘটেছে। অবশেষে মূর্তি বা ছবিই মূল হয়ে যায়। ব্যক্তি বা সত্তা অপাঙক্তেয় হয়। যার জন্য মূর্তিপূজায় মূর্তিই মুখ্য হয়, আল্লাহ গৌণ হয়ে যান। মূর্তির অসীলায় আল্লাহকে পাওয়ার মিথ্যা ধারণায় সে জীবন পার করে এবং অর্থ ও সময়ের অপচয় করে। এমনকি কোন কোন হঠকারী ব্যক্তি মূর্তিকে খুশী করার জন্য নিজের স্ত্রী ও সন্তানকেও কুরবানী দেয়। ছবি বা মূর্তির সম্মানের বিনিময়ে সে মানুষ হত্যা করতেও উদ্যত হয়। সেকারণ নূহ *('আলাহিস সালাম)* থেকে মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* পর্যন্ত সকল নবী মূর্তিপূজাকে 'শিরক' বলেছেন এবং সর্বদা এর বিরুদ্ধে মানবজাতিকে সাবধান করেছেন। এমনকি 'নবীগণের পিতা' ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে বলেছেন, رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ- رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- 'হে আমার পালনকর্তা, এ শহর (মক্কা)-কে তুমি শান্তিময় কর এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের তুমি মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ'। 'হে আমার প্রতিপালক! এই মূর্তিগুলি বহু মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসারী হবে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইবরাহীম ১৪/৩৫-৩৬)*।

ভক্তি ও ভালোবাসা হৃদয়ের বিষয়। বাহ্যিকতায় তা বিনষ্ট হয়। ফলে লৌকিকতায় ডুবে গিয়ে এক সময় মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ভুলে যায় এবং তাঁর বিধানকে অগ্রাহ্য করে। নিজেদের হাতে গড়া ছবি-মূর্তির পিছনে সে তার সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয় করতে থাকে। অথচ সে ভাল করেই জানে যে, ছবি-মূর্তির ভাল বা মন্দ কিছুই করার ক্ষমতা নেই। তবুও তারা ভাবে যে, এরা আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের জন্য সুফারিশকারী' *(ইউনুস ১০/১৮)*। এভাবে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সে কোন যুক্তিই মানতে চায় না। কারণ ভক্তি যেখানে অন্ধ, যুক্তি সেখানে অচল।

মূর্তিপূজার সূচনা (بدء عبادة الأوثان) : মানবজাতির আদি পিতা আদম *'আলাইহিস সালাম* হ'তে নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে কিছু ধার্মিক ও নেককার মানুষ খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেন। নূহ (আঃ)-এর সময়ে তাঁরা মৃত্যুবরণ করলে ইবলীস তাদের ভক্ত-অনুসারীদের প্ররোচনা দিল যে, ঐসব নেককার লোকদের বসার স্থানে তোমরা তাদের মূর্তি স্থাপন কর এবং সেগুলিকে তাদের নামে নামকরণ কর। শয়তান তাদের যুক্তি দিল যে, যদি তোমরা মূর্তিগুলোকে সামনে রেখে ইবাদত কর, তাহ'লে তাদের স্মরণ করে আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি তোমাদের অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হবে। তখন লোকেরা সেটা মেনে নিল। অতঃপর এই লোকেরা মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরবর্তীদের শয়তান কুমন্ত্রণা দিল এই বলে যে, তোমাদের বাপ-দাদারা এইসব মূর্তির পূজা করতেন এবং এদের অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন ও তাতে বৃষ্টি হ'ত। একথা শুনে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সরাসরি মূর্তিপূজা শুরু করে দিল। অতঃপর এভাবেই মূর্তিপূজার সূচনা হয়। পবিত্র কুরআনে নূহ (আঃ)-এর সময়কার ৫ জন পূজিত ব্যক্তির নাম এসেছে। যথাক্রমে অদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'উক্ব ও নাস্‌র *(নূহ ৭১/২৩)*। এদের মধ্যে 'অদ' ছিলেন পৃথিবীর প্রথম পূজিত ব্যক্তি যার মূর্তি বানানো হয়' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নূহ ২৩ আয়াত; বুখারী হা/৪৯২০ 'তাফসীর' অধ্যায়)*।

পরবর্তীকালে মানুষ ছবি বানাতে শিখলে ছবি, প্রতিকৃতি, স্থিরচিত্র ইত্যাদি এখন মূর্তির স্থান দখল করেছে। মূল ব্যক্তির কল্পনায় এগুলি তৈরী করা হয়। একই ধারণায় সমাধিসৌধ, স্মৃতিসৌধ, প্রতিকৃতি, স্তম্ভ, ভাস্কর্য, মিনার, বেদী ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। এগুলিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এগুলির পূজা ও কবরপূজা মূর্তিপূজারই নামান্তর। ছবি-মূর্তি পূজা এবং কবরপূজা ও স্থানপূজার কারণ ও ফলাফল একই। তাই দু'টি বিষয়কে আমরা ১ম ভাগে ও ২য় ভাগে আলোচনা করেছি।

বিগত যুগের মুশরিকরা তাদের মূর্তিগুলি নিজ হাতে বানাতো, সেগুলিকে রক্ষা করত, লালন করত, সম্মান করত, সেখানে ফুল ও নৈবেদ্য পেশ করত। কেউ কেউ এর অসীলায় আল্লাহ্‌র নৈকট্য চাইত ও পরকালীন মুক্তি তালাশ করত। বর্তমান যুগের নামধারী মুসলমানরা সেকাজটিই করছে একইভাবে একই ধারণায়। ক্ষুধার্ত ও অভাবগ্রস্ত মানুষকে তারা কিছুই দিতে চায় না। অথচ মৃত মানুষের কবরে বিনা দ্বিধায় তারা হাযারো টাকা ঢালে। ভূমিহীন, ছিন্নমূল মানুষ একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পায় না। অথচ মাযার, মিনার, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদির নামে সারা দেশে শত শত একর জমি জবরদখল ও সরকারীভাবে অধিগ্রহণ করে রাখা হয়েছে। যেগুলি স্রেফ অপচয় ও শিরকের আখড়া ব্যতীত কিছুই নয়। মূর্তিভাঙ্গা ইবরাহীম (আঃ)-এর গড়া কা'বায় যেমন তাঁর বংশধর কুরায়েশরা মূর্তি দিয়ে ভরে ফেলেছিল, তেমনিভাবে সেখান থেকে মূর্তি ছাফকারী ইবরাহীম-সন্তান

শেষনবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর অনুসারী হবার দাবীদাররা আজ ঘরে-বাইরে সর্বত্র বেনামীতে ছবি-মূর্তি পূজা করে চলেছে। অথচ 'ইসলাম' এসেছিল এসব দূর করার জন্য। মানুষকে অসীলাপূজার শিরক থেকে মুক্ত করে সরাসরি আল্লাহ্র দাসত্বে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এবং তাকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন মানুষে পরিণত করার জন্য।

আমরা অত্র বইয়ের ১ম ভাগে 'ছবি ও মূর্তি'র বিরুদ্ধে ২৩টি হাদীছ ও আছার (১১-২১ পৃ.) এবং ২য় ভাগে 'কবরপূজা ও স্থানপূজা'র বিরুদ্ধে ২০টি হাদীছ ও আছার (২২-৩৮ পৃ.) পেশ করেছি। অতঃপর সেগুলির পর্যালোচনা ও বিদ্বানগণের বক্তব্য তুলে ধরেছি (৫৪-৬০ পৃ.)।

ভারত বিজেতা সুলতান মাহমূদ (৩৪০-৪২১ হি./৯৭১-১০৩০ খৃ.)-কে যখন বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির ভাঙ্গার বিনিময়ে অঢেল অর্থ ও মণি-মুক্তা দিতে চাওয়া হয়, তখন তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, 'হামলোগ বুত শিকান হ্যাঁয়, বুত ফুরোশ নেহী'। 'আমরা মূর্তি ভাঙ্গা জাতি, মূর্তি বিক্রেতা নই'। অথচ আজ রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয়ে এসব কাজই করছেন মুসলিম নেতারা। আল্লাহ্র নিকটে এঁরা কি কৈফিয়ত দিবেন, তাঁরাই ভাল জানেন।

প্রসিদ্ধ আছে যে, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪ খৃ.) একবার আজমীরে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর (৫৩৫-৬৩৩ হি./১১৪১-১২৩৬ খৃ.) মাযারে গিয়ে সমবেত ভক্তদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে বলেছিলেন, 'ভাইয়ো! হিন্দু আওর মুসলিম ভারত মাতা কে দো সন্তান হ্যাঁয়। দূনূঁ মেঁ কোয়ী ফারক্ব নেহী হ্যাঁয়। স্রেফ এহী কে হিন্দু আপনে দেওতাঊঁ কো সামনে রাখ্ কে পূঁজতে হ্যাঁয়, আওর মুসলিম আপনে দেওতাঊঁ কো মেট্টী কে নীচে ঢাঁপ কে পূঁজতে হ্যাঁয়' (ভাইয়েরা আমার! হিন্দু ও মুসলিম ভারত মাতার দুই সন্তান। দু'জনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেবল এতটুকু যে, হিন্দু তাদের দেবতাকে সামনে রেখে পূজা করে। আর মুসলমান তাদের দেবতাকে মাটির নীচে (কবরে) ঢেকে পূজা করে'।

হে মুসলিম! এর চাইতে আর কি গালি তুমি শুনতে চাও! হ্যাঁ, একেই বলে মিছরীর ছুরি। অতএব আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করব এসব শিরকী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য এবং আল্লাহ্র গযব থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য। কেননা আল্লাহ বান্দার সব গোনাহ মাফ করেন, কিন্তু শিরকের গোনাহ মাফ করেন না *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। পরকালে এসব লোকের জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করেছেন *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। অতএব হে জাতি! ছবি-মূর্তি এবং কবর ও স্থানপূজা থেকে সাবধান হও!!

বিনীত-

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৩শে মে ২০১৬, সোমবার। লেখক।

ছবি ও মূর্তি*

(التصاوير و التماثيل)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُوْلُ : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ الْمُصَوِّرُوْنَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ *রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু* হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ *ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটে সর্বাধিক শাস্তিপ্রাপ্ত লোক হবে ছবি প্রস্তুতকারীগণ।[১]

ব্যাখ্যা : হাদীছে تَصَاوِيْرُ، تَمَاثِيْلُ، تَصَالِيْبُ তিনটি বহুবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেগুলির একবচনের অর্থ হ’ল : যথাক্রমে ছবি, মূর্তি ও ক্রুশযুক্ত ছবি। তবে ‘ছবি’ বলতে সবগুলিকেই বুঝায়। ‘মূর্তি’ বলতে মাটি, পাথর বা অন্য কিছু দিয়ে তৈরী মূর্তি, প্রতিকৃতি, তৈলচিত্র ও কাপড়ে বুনা চিত্র কিংবা নকশাকে বুঝায়। বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন, সাধারণ ছবির চাইতে ক্রুশযুক্ত ছবি অধিকতর নিষিদ্ধ। কেননা ক্রুশ ঐসকল বস্তুর অন্তর্ভুক্ত, যাকে পূজা করা হয় আল্লাহকে বাদ দিয়ে। পক্ষান্তরে সকল ছবি পূজা করা হয় না।[২]

তিনি বলেন, যেসব বস্তু পূজিত হয়, সে সবের ছবি প্রস্তুতকারীগণ ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক শাস্তি প্রাপ্ত হবে। এগুলি ব্যতীত অন্যগুলির প্রস্তুতকারীও গোনাহগার হবে। তবে তাদের শাস্তি তুলনামূলকভাবে লঘু হবে। ইমাম কুরতুবী (৬১০-৬৭১ হি.) বলেন, জাহেলী আরবের লোকেরা সবকিছুর মূর্তি তৈরী করত। এমনকি তাদের কেউ কেউ মূল্যবান ‘আজওয়া’

---

* নিবন্ধটি **মাসিক আত-তাহরীক** সেপ্টেম্বর ২০০২, ৫/১২ সংখ্যায় ‘দরসে হাদীছ’ কলামে প্রকাশিত হয়। ২০১০ সালের জানুয়ারীতে কিছুটা সংযোজিত হয়ে পুস্তক আকারে ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অতঃপর ২য় সংস্করণে এটি ৩২ পৃষ্ঠার স্থলে ৭২ পৃষ্ঠা হ’ল। -*প্রকাশক*।

১. বুখারী হা/৫৯৫০; মুসলিম হা/২১০৯; আলবানী, মিশকাত হা/৪৪৯৭ ‘পোষাক’ অধ্যায়-২২ ‘ছবি সমূহ’ অনুচ্ছেদ-৪; এম, আফলাতুন কায়সার, বঙ্গানুবাদ মিশকাত শরীফ হা/৪২৯৮ (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী ২য় মুদ্রণ ১৯৯৫) ৮/২৫৬ পৃ.।

২. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৫৯৫২-এর ভাষ্য, ১০/৩৯৮-৯৯ ও ৪০১ পৃ. (কায়রো : দারুর রাইয়ান লিত তুরাছ, ২য় সংস্করণ ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খৃ.)।

খেজুর দিয়ে মূর্তি বানাতো। তারপর ক্ষুধার্ত হ’লে তা খেয়ে নিত’।[৩] এ যুগে যারা বিভিন্ন প্রাণী ও ফল-ফুলের আকারে কেক বা মিষ্টান্ন তৈরী করে ভক্ষণ করেন, তারা উক্ত জাহেলী রীতির বিষয়টি অনুধাবন করুন। অমনিভাবে যারা খ্রিষ্টানদের পূজ্য ক্রুশ-এর অনুকরণে গলায় টাই ঝুলাতে ভালবাসেন, কিংবা তাদের অনুকরণে কেক কেটে নিজেদের জন্মদিন ও বিভিন্ন শুভ কাজের উদ্বোধন করেন, আশূরার দিন হোসায়েন (রাঃ)-এর নামে কেক-পাউরুটি বানিয়ে তাকে বরকত মনে করে ভক্ষণ করেন, তারাও বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

ছবি ও মূর্তির প্রতিক্রিয়া (رجعية التصاوير والأصنام) :

আমাদের আলোচনায় ছবি ও মূর্তিকে একই শিরোনামে বর্ণনা করার কারণ এই যে, দু’টির হুকুম একই এবং দু’টির ব্যবহারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া একই। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে মূর্তির চাইতে ছবি, চিত্র, তৈলচিত্র, ছায়াচিত্র ও চলচ্চিত্রের প্রতিক্রিয়া আরও বেশী মারাত্মক হয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ : (১) সম্প্রতি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপযেলার বাড়াইশ গ্রামের জনৈকা ৭ মাসের অন্তঃসত্তা গৃহবধূ বাংলাদেশ টেলিভিশনে পরিবেশিত একটি প্রেমমূলক নাটক দেখার পরদিনই ব্যর্থ প্রেমিকার অনুকরণে নিজের দেহে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করেছে।[৪]

(২) পিতা ও মাতা উভয়ে কর্মস্থলে যাওয়ার সময় একমাত্র শিশুপুত্রকে ঘরে রেখে টিভি চালু করে দিয়ে দরজায় তালা মেরে যান। ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দেখা গেল বালকটির লাশ মায়ের ওড়না গলায় পেঁচানো অবস্থায় ফ্যানের নীচে ঝুলছে। সামনে টিভিতে তখন ভারতীয় ছবি চলছে। সেখানে দেখানো ফাঁসির দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান হারিয়ে গেল চিরদিনের মত। ঢাকা মহানগরীর এই ঘটনাটি ২০০৮ সালের। ছবির নীল দংশনে এরূপ মর্মান্তিক ঘটনা শহরে-গ্রামে সর্বত্র হরহামেশা ঘটছে, যার কোন হিসাব নেই।

(৩) রাশিয়ার রাজধানী মস্কো শহরে একদিনেই পরপর ৫৭১টি গাড়ী দুর্ঘটনা ঘটে। দিশেহারা পুলিশ কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখে যে, সবগুলো

---

৩. বুখারী, ফাৎহুল বারী ‘পোষাক’ অধ্যায়-৭৭, অনুচ্ছেদ-৮৯, ১০/৩৯৮ পৃ.।
৪. ঢাকা : দৈনিক ইনকিলাব ১৬ই এপ্রিল ২০০২, ১২ পৃ.।

দুর্ঘটনাই ঘটেছে একটি ছবিকে কেন্দ্র করে। মস্কোর একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা বিজ্ঞাপনে চমক আনতে গিয়ে এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করে। আর তা হ'ল, ৩০টি ট্রাকের গায়ে নারীর নগ্ন ছবি সেঁটে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরানো। আর ঐ ছবির উপর তারা আড়াআড়ি লেবেলের উপর লিখে দেয়, এরা নযর কাড়ে। চলমান ট্রাকের উপর তাক লাগানো ফ্লেক্সে দৃষ্টি আকর্ষণ করার এই ফন্দি কার্যকর করতে গিয়েই ঘটে যায় এই বিপত্তি। অথচ আমাদের দেশে এর চেয়েও মারাত্মক পর্ণো ছবি মোবাইলে ও ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সারা দেশে হর-হামেশা। যাতে সমাজ ক্রমেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।[৫]

(৪) আমেরিকায় টিভির ব্যবহার ও প্রভাব বিষয়ক একটি রিপোর্টে জানা যায় যে, সেদেশের ৯৬% পরিবারে অন্তত একটি করে টিভি সেট রয়েছে। সেদেশের ৩ থেকে ৫ বছরের শিশুরা সপ্তাহে গড়ে ৫০ ঘণ্টা টিভি দেখে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত ছাত্ররা টিভির সামনে বসে পার করে দেয় ২২,০০০ ঘণ্টারও বেশী সময়। অথচ স্কুলে সময় কাটায় মাত্র ১১,০০০ ঘণ্টা। টিভিতে অধিকহারে সন্ত্রাস দেখানোর ফলে তারাও সন্ত্রাসী ও বিধ্বংসী হয়ে ওঠে'।[৬]

বিগত যুগে মানুষ নিজ হাতে মৃত সৎলোকদের মূর্তি বানিয়ে তাদের উপাসনা করত। বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে ঐসব মানুষের ছবি, চিত্র বা তৈলচিত্রকে একই রূপ সম্মান দেখানো হচ্ছে। বিগত যুগে নিজেদের তৈরী কাঠ, মাটি বা পাথরের মূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করা হ'ত। আজকের যুগেও তার সম্মানে একইভাবে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হচ্ছে। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের ছবি ঘরে ঘরে শোভা পাচ্ছে। আল্লাহ্‌র অমূল্য নে'মত তরতাযা ফুলগুলিকে ছিঁড়ে এনে মালা বানিয়ে তা ছবির গলায় ঝুলানো হচ্ছে। তার চিত্রে বা কবরে এমনকি কবর ছাড়াই নিজেদের বানানো বেদী ও শহীদ মিনারে, স্মৃতিসৌধে ও স্তম্ভে 'শিখা অনির্বাণ' ও 'শিখা চিরন্তন' নামীয় অগ্নিশিখার সামনে অগ্নিপূজকদের ন্যায় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হচ্ছে। এমনকি পীর-ফকীর ও অলি-আউলিয়া নামধারী ব্যক্তিদের কবরে ও তাদের ছবি ও তৈলচিত্রে রীতিমত সিজদা করা

---

৫. দ্র. সম্পাদকীয় 'চরিত্রবান মানুষ কাম্য' আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০১৪, ১৮/২ সংখ্যা ।
৬. আব্দুল্লাহ, English for today for H.S.C. students নভেম্বর ২০০১, ৩৭৪-৭৫ পৃ.।

হচ্ছে ও সেখানে বসে তাদের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে। শী‘আ নামধারী কিছু লোক ‘তা‘যিয়ার’ নামে হুসায়েন (রাঃ)-এর ভূয়া কবর বানিয়ে সেখানে পূজা করছে। আলেম নামধারী একদল লোক কথিত পীর-আউলিয়াদের নামে উদ্ভট কল্প-কাহিনী রচনা করে বই লিখছে ও প্রবন্ধ রচনা করে পত্রিকায় ছাপছে। রেডিও-টিভিতে ও বিভিন্ন ধর্মীয় জালসায় ওয়ায ও তাফসীরের নামে ভিত্তিহীন গাল-গল্প বলছে। যাতে এইসব শিরকের আড্ডাখানা গুলিতে লোক সমাগম বৃদ্ধি পায় ও নযর-নেয়াযের পাহাড় জমে। বার্ষিক ওরসগুলি জম-জমাট হয়।

বস্তুতঃ কবরপূজা, মূর্তিপূজা, স্থানপূজা ও ছবিপূজার মধ্যে বিশ্বাসগত দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। মূর্তি কিংবা ছবি মানব মনের উপরে অতি দ্রুত ও গভীরভাবে রেখাপাত করে বিধায় ইসলাম এর বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অত্র বইয়ে আমরা ছবি ও মূর্তিকে ১ম ভাগে এবং কবরপূজা ও স্থানপূজাকে ২য় ভাগে আলোচনা করব। নিম্নে আমরা প্রথমে ছবি ও মূর্তি বিষয়ে শারঈ বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করার চেষ্টা পাব ইনশাআল্লাহ।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى. قَالُوا : وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে অস্বীকার করে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, জান্নাতে যেতে কে অস্বীকার করে হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সে ব্যক্তি অস্বীকার করল’ *(বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৩)*।

১ম ভাগ

ছবি ও মূর্তির বিরুদ্ধে বর্ণিত হাদীছ ও আছারসমূহ

(الأحـــاديث والآثـــار ضد التصاوير و التماثيل)

১. আবু ত্বালহা আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَتَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيْهِ كَلْبٌ وَّ لاَتَصَاوِيْرُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ- 'ঐ ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর বা (প্রাণীর) ছবি থাকে'।[৭] অবশ্য এর মধ্যে ঐসব ফেরেশতা অন্তর্ভুক্ত নন, যারা মানুষের দৈনন্দিন আমলের হিসাব লিপিবদ্ধ করেন কিংবা মানুষের হেফাযতে নিয়োজিত থাকেন অথবা বান্দার রূহ কবয করার জন্য আসেন। অনুরূপভাবে কুকুর বলতে স্রেফ খেলা ও বিলাসিতার জন্য যেগুলি রাখা হয়। নইলে শিকারী কুকুর, ফসল ও বাড়ী পাহারা দেওয়ার কুকুর, যুদ্ধ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত কুকুর উক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। উক্ত মর্মে পৃথকভাবে হাদীছ সমূহ বর্ণিত হয়েছে।[৮]

ছাহেবে মিরক্বাত মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃ. ১০১৪ হি.) বলেন যে, হাদীছে ছবি অংকন বলতে প্রাণীর ছবির কথা বলা হয়েছে যা আল্লাহ্র সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং যা দেওয়ালে বা পর্দার কাপড়ে টাঙানো থাকে।[৯] তিনি উপরে বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ : تَصْوِيرُ صُورَةِ الْحَيَوَانِ حَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ، وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ، আমাদের (হানাফী) মাযহাবের বিদ্বানগণ ছাড়াও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন যে, প্রাণীর ছবি অংকন করা কঠিনতম হারাম ও কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। চাই সেটা কাপড়ে হৌক, বিছানায় হৌক, মুদ্রায় বা অন্য কিছুতে হৌক। তবে যদি তা বালিশে, বিছানায় বা অনুরূপ হীনকর কোন বস্তুতে হয়, তবে তা হারাম নয় এবং ঐ অবস্থায় ঐ ঘরে ফেরেশতা আসতে বাধা নেই।

---

৭. বুখারী হা/৫৯৪৯; মুসলিম হা/২১০৬; মিশকাত হা/৪৪৮৯; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯০।

৮. বুখারী হা/৫৪৮১, ৩৩২৩; মুসলিম হা/১৫৭৪, ১৫৭১; মিশকাত হা/৪০৯৮-৪১০১, ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৩৯২০-২৩।

৯. মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাত শরহ মিশকাত (ঢাকা : রশীদিয়া লাইব্রেরী, তাবি) ৮/৩২৫ পৃ. 'ছবি সমূহ' অনুচ্ছেদ-এর ব্যাখ্যা।

অনুরূপভাবে শিকারী কুকুর, ফসল ও বাড়ী পাহারাদার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর থাকলে সে বাড়ীতে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। যারা ঐ বাড়ীর উপরে আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষণ করে এবং বাড়ীওয়ালার জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে। অবশ্য এরা ঐসকল ফেরেশতা নয়, যারা সর্বাবস্থায় বান্দার সাথে থাকে তার হেফাযতকারী হিসাবে'।[১০]

ইমাম খাত্ত্বাবী (৩১৯-৩৮৮ হি.) বলেন, প্রাণীর হৌক বা বস্তুর হৌক, ছবি অংকন বিষয়টিই মকরূহ বা শরী'আতে অপসন্দনীয় বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এগুলি মানুষকে অনর্থক কাজে ব্যস্ত রাখে। উপরন্তু ছবি-মূর্তির শাস্তি কঠিন হওয়ার প্রধানতম কারণ হ'ল এই যে, এতে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের উপাসনা করা হয়'। মোল্লা আলী ক্বারী বলেন,... আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে পূজা করার বিষয়টি যদি প্রাণী ছাড়াও সূর্য-চন্দ্র বা অন্য কোন জড় বস্তু হয়, তাহ'লে সেই সব ছবি-মূর্তিও হারাম হবে'।[১১]

২. হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ : قَالَ اللهُ تَعَالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً أَوِلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً أَوْشَعِيْرَةً- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার সৃষ্টির মত করে যে ব্যক্তি (কোন প্রাণী) সৃষ্টি করতে যায়, তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে? পারলে তারা একটি পিঁপড়া বা শস্যদানা বা একটি যব সৃষ্টি করুক তো দেখি?[১২]

৩. আবু যুর'আ বলেন, আমি একদা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে মদীনার (উমাইয়া গবর্ণর মারওয়ান ইবনুল হিকাম-এর) বাড়ীতে গেলাম। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, বাড়ীর উপরিভাগে জনৈক শিল্পী ছবি অংকন করছে। তখন তিনি বললেন, سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِى، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً

---

১০. ঐ, হা/৪৪৮৯-এর ব্যাখ্যা, ৮/৩২৬।

১১. ঐ, ৮/৩৩১।

১২. বুখারী হা/৭৫৫৯; মুসলিম হা/২১১১; মিশকাত হা/৪৪৯৬ 'পোষাক' অধ্যায়-২২, 'ছবিসমূহ' অনুচ্ছেদ-৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯৭, ৮/২৫৬ পৃ.।

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালেম আর কে আছে যে আমার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। তাহ'লে তারা সৃষ্টি করুক একটি শস্যদানা বা একটি পিপীলিকা'... ।[১৩]

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ-

'এইসব ছবি প্রস্তুতকারীগণ ক্বিয়ামতের দিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে। তাদেরকে বলা হবে 'তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে, তাতে জীবন দাও' ।[১৪]

৫. হযরত আবু জুহায়ফা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَوا وَمُوْكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন রক্ত বিক্রয় করে তার মূল্য নিতে, কুকুর বিক্রয়ের মূল্য নিতে, যৌন উপার্জন নিতে এবং তিনি লা'নত করেছেন সূদ গ্রহীতা, সূদ দাতা, (হাতে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে) উল্কিকারিনী ও উল্কি প্রার্থিনী মহিলা এবং ছবি অংকন বা প্রস্তুতকারী ব্যক্তির উপরে' ।[১৫]

৬. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : ... وَمَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَّنْفُخَ فِيْهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ...যে ব্যক্তি দুনিয়াতে একটি ছবি তৈরী করবে, তাকে (ক্বিয়ামতের দিন) শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাকে চাপ দেওয়া হবে তাতে রূহ প্রদানের জন্য। অথচ সে তা পারবে না' ।[১৬]

---

১৩. বুখারী হা/৫৯৫৩; ফাৎহুল বারী হা/৫৬০৯ 'পোষাক' অধ্যায়-৭৭, 'ছবি বিনষ্ট করা' অনুচ্ছেদ-৯০, ১০/৩৯৮ পৃ.।

১৪. বুখারী হা/৭৫৫৭; মুসলিম হা/২১০৭; মিশকাত হা/৪৪৯২; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯৩, ৮/২৫৪ পৃ.।

১৫. বুখারী হা/২২৩৮; মিশকাত হা/২৭৬৫ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/২৬৪৫, ৬/৬ পৃ.।

১৬. বুখারী হা/৭০৪২; মিশকাত হা/৪৪৯৯; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৩০০, ৮/২৫৬।

৭. সাঈদ বিন আবুল হাসান বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, আমার পেশা হ'ল ছবি তৈরী করা। এখন এ বিষয়ে আপনি আমাকে ফৎওয়া দিন। তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাকে কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় হাত রেখে বললেন, আমি তোমাকে ঐটুকু অবহিত করতে পারি, যা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শ্রবণ করেছি। অতঃপর তিনি বললেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَيُعَذِّبُهُ فِىْ جَهَنَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَإِنْ كُنْتَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ رُوْحَ فِيْهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামী। তার প্রস্তুতকৃত প্রতিটি ছবিতে (ক্বিয়ামতের দিন) রূহ প্রদান করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে'। অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাকে বলেন, যদি তুমি একান্তই ছবি তৈরী করতে চাও, তাহ'লে বৃক্ষ-লতা বা এমন বস্তুর ছবি তৈরী কর, যাতে প্রাণ নেই'।[১৭]

৮. হযরত আয়েশা *রাযিয়াল্লাহু 'আনহা* বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِىْ بَيْتِهِ شَيْئاً فِيْهِ تَصَالِيْبُ إِلاَّ نَقَضَهُ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় গৃহে (ক্রুশের বা প্রাণীর) ছবিযুক্ত কোন বস্তুই রাখতেন না। দেখলেই তা ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিতেন'।[১৮]

৯. আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার তিনি একটি গদি বা আসন খরিদ করলেন, যাতে প্রাণীর ছবি ছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গৃহে প্রবেশ করতে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘরে প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করলাম। তখন আমি বললাম, আমি আল্লাহ ও তাঁর

---

১৭. মুসলিম হা/২১১০; বুখারী হা/২২২৫; মিশকাত হা/৪৪৯৮, ৪৫০৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯৯, ৪৩০৮।

১৮. বুখারী হা/৫৯৫২; মিশকাত হা/৪৪৯১; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯২।

রাসূলের নিকট তওবা করছি। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি গুনাহ করেছি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এই গদিটি কেন? আমি বললাম, আপনার বসার জন্য ও বালিশ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আমি ওটি খরিদ করেছি। তখন তিনি বললেন, إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ - وَقَالَ - إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِى فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ- 'এই সমস্ত ছবি যারা তৈরী করেছে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে ও তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা সৃষ্টি করেছ, তাতে জীবন দাও। অতঃপর তিনি বললেন, যে গৃহে (প্রাণীর) ছবিসমূহ থাকে, সে গৃহে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না'।[১৯]

ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, ছবি-মূর্তি ওয়ালা ঘরে কেবল ফেরেশতাই প্রবেশ করে না। বরং নবীগণ ও তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারী আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণও প্রবেশ করেন না'।[২০] ছহীহ মুসলিমে বর্ধিতভাবে এসেছে আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি ঐটি নিলাম ও তাকে দু'টুকরা করে ছোট বালিশ বানালাম ও ঘরের ব্যবহার্য অন্য কাজে লাগালাম'।[২১]

১০. আয়েশা (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য বালিশে ঝালর লাগালাম, যাতে ছবি ছিল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) এলেন ও দুই দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন। এ সময় তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হ'তে থাকল। আমি বললাম, আমাদের কি দোষ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন, এই বালিশের কি অবস্থা? আমি বললাম, এটা বানিয়েছি যাতে আপনি এর উপরে ঠেস দিতে পারেন। তিনি বললেন,

أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ-

'তুমি কি জানোনা যে, ঐ ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যে ঘরে ছবি থাকে? আর যে ব্যক্তি ছবি বানায় তাকে ক্বিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে এবং আল্লাহ বলবেন, তুমি যা সৃষ্টি করেছিলে তাতে জীবন দাও' *(বুখারী হা/৩২২৪)*।

---

১৯. বুখারী হা/৫৯৬১; মুসলিম হা/২১০৭ (৯৬); মিশকাত হা/৪৪৯২; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯৩।
২০. মিরক্বাত শরহ মিশকাত হা/৪৪৯২-এর ব্যাখ্যা, ৮/৩২৯ পৃ.।
২১. মুসলিম হা/২১০৭ (৯২) 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায়-৩৭, অনুচ্ছেদ-২৬।

১১. আয়েশা (রাঃ) থেকে অপর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, একবার তিনি ঘরের জানালায় একটি পর্দা টাঙিয়েছিলেন, যাতে প্রাণীর ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পর্দাটিকে ছিঁড়ে ফেললেন। তখন আয়েশা (রাঃ) সেই কাপড়ের টুকরা দিয়ে বালিশ তৈরী করেন, যা ঘরেই থাকত এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাতে হেলান দিয়ে বসতেন'।[২২]

১২. আয়েশা (রাঃ) থেকে অপর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা এক সফর থেকে ঘরে ফেরেন। ঐ সময় আমি দরজায় একটি ঝালরওয়ালা পশমী কাপড়ের পর্দা টাঙিয়েছিলাম। যাতে ডানাওয়ালা ঘোড়ার ছবি ছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন এবং আমি পর্দাটিকে হটিয়ে দিলাম'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত পর্দাটিকে টেনে ছিঁড়ে ফেলেন এবং বলেন, إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের এই নির্দেশ দেননি যে, আমরা পাথর বা ইটকে কাপড় পরিধান করাই'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমরা ওটা কেটে দু'টি বালিশ বানাই ও তাতে ঝালর লাগাই। এতে তিনি আমাকে দোষারোপ করেননি'।[২৩]

যারা কবরে গেলাফ লাগান ও তাকে অতি পবিত্র মনে করেন। এমনকি ঐ গেলাফ বা তার টুকরা এনে ঘরে বা অন্য কোন স্থানে রাখেন ও বরকত মনে করে তার সামনে শ্রদ্ধায় দাঁড়িয়ে থাকেন, কিছু কামনা করেন বা সেখানে ধূপ-ধুনা-আগরবাতি ও নযর-নেয়ায দেন, তারা হাদীছটি লক্ষ্য করুন।

১৩. হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, তাঁর ছবিযুক্ত একটি কাপড় ছিল, যা তাঁর কক্ষের জানালায় ঝুলানো ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐদিকে ফিরে ছালাত আদায় করার সময় বললেন, কাপড়টি সরিয়ে দাও। তখন আমি কাপড়টিকে ছিঁড়ে কয়েকটি বালিশ বানালাম'।[২৪]

১৪. আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমাদের ঘরের সম্মুখে পাখির ছবিযুক্ত পর্দা ঝুলানো ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, يَا عَائِشَةُ حَوِّلِيهِ فَإِنِّى كُلَّمَا دَخَلْتُ

---

২২. বুখারী হা/২৪৭৯; মুসলিম হা/২১০৭; মিশকাত হা/৪৪৯৩; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯৪।
২৩. মুসলিম হা/২১০৭ 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায়-৩৭, অনুচ্ছেদ-২৬; মিশকাত হা/৪৪৯৪।
২৪. মুসলিম হা/২১০৭ (৯৩); নাসাঈ হা/৭৬১ 'ক্বিবলা' অধ্যায়-৯ অনুচ্ছেদ-১২; হা/৫৩৫৪ 'সৌন্দর্য' অধ্যায়-৪৯ 'ছবি সমূহ' অনুচ্ছেদ-১১২।

فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا– ‘হে আয়েশা! ওটিকে সরিয়ে ফেল। কেননা যখনই আমি ঘরে প্রবেশ করি এবং ওটা দেখি, তখনই আমার দুনিয়ার কথা স্মরণ হয়’। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমাদের একটি কাপড় ছিল, যাতে নকশা ছিল। সেটি পরিধান করতাম। কিন্তু তা কর্তন করিনি।[২৫]

১৫. আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদিন জিব্রীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে দিলেন। কিন্তু তিনি এলেন না। ঐ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে একটি লাঠি ছিল। যা তিনি ফেলে দিয়ে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণ ওয়াদা খেলাফ করেন না’। অতঃপর তিনি তাকিয়ে দেখেন যে, তাঁর খাটের নীচে একটি কুকুরের বাচ্চা। তিনি বললেন, হে আয়েশা! এটি কখন এখানে প্রবেশ করল? আয়েশা বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি জানিনা। তখন রাসূল (ছাঃ) ওটাকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং সেটাকে বের করে দেওয়া হ’ল। অতঃপর জিব্রীল এলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, আপনি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলেন। সেমতে আমি বসেছিলাম। কিন্তু আপনি এলেন না। উত্তরে জিব্রীল বললেন, আপনার ঘরের কুকুর আমাকে বাধা দিয়েছিল। কারণ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ ‘আমরা ঐ ঘরে প্রবেশ করি না, যেখানে কুকুর কিংবা ছবি থাকে’ *(মুসলিম হা/২১০৪)*।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার ইমাম নববী বলেন, আমাদের বিদ্বানগণ ছাড়াও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন যে, প্রাণীর ছবি কঠিনভাবে হারাম। এটি কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এ বিষয়ে হাদীছ সমূহে কঠোর ধমকি বর্ণিত হয়েছে। চাই সেটা হীনকর বস্তু হৌক বা না হৌক। ফলে ছবি তৈরী সর্বাবস্থায় হারাম। এতে আল্লাহ্র সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্য করা হয়। চাই সেটা কাপড়ে হৌক, বিছানায় হৌক, কাগজে বা ধাতব মুদ্রায় হৌক, কোন পাত্রে, দেওয়ালগাত্রে বা অন্য কিছুতে হৌক। তবে বৃক্ষ-লতা বা অন্য কিছুর ছবি যা কোন প্রাণীর ছবি নয়, সেগুলি অংকন বা প্রস্তুত করা হারাম নয়।[২৬]

১৬. বুস্র বিন সাঈদ যায়েদ বিন খালেদ আল-জুহানী হ’তে এবং তিনি ছাহাবী আবু ত্বালহা আনছারী (রাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ

---

২৫. নাসাঈ হা/৫৩৫৩ ‘সৌন্দর্য’ অধ্যায়-৪৯ ‘ছবি সমূহ’ অনুচ্ছেদ-১১২।
২৬. মুসলিম হা/২১০৪-এর ব্যাখ্যা। ঐ, (ইউ.পি. দেউবন্দ : ১৯৮৬) ২/১৯৯ পৃ.।

(ছাঃ) এরশাদ করেছেন, إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ 'নিশ্চয়ই ফেরেশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে ছবি থাকে'। বুস্‌র বলেন, অতঃপর যায়েদ পীড়িত হ'লে আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। তখন তাঁর ঘরের দরজায় ছবিযুক্ত পর্দা ঝুলানো দেখলাম। আমি রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী মায়মূনা (রাঃ)-এর পূর্ব স্বামীর পুত্র ওবায়দুল্লাহ আল-খাওলানীকে জিজ্ঞেস করলাম, যায়েদ কি ইতিপূর্বে আমাদেরকে ছবির নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে খবর দেননি? জবাবে ওবায়দুল্লাহ বললেন, আপনি কি তাঁকে একথা বলতে শোনেননি যে, 'কাপড়ে অংকিত ছবি ব্যতীত' (إِلاَّ رَقْمًا فِىْ ثَوْبٍ)। আমি বললাম, না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি একথা বলেছেন'।[২৭]

১৭. ওবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ একদিন অসুস্থ আবু ত্বালহা আনছারী (রাঃ)-কে দেখতে তাঁর বাড়ীতে যান। সেখানে তিনি সাহ্‌ল বিন হুনাইফকে পান। তখন আবু ত্বালহা জনৈক ব্যক্তিকে বিছানার চাদরটি হটিয়ে দিতে বললেন। সাহ্‌ল বললেন, আপনি কেন এটি সরিয়ে দিচ্ছেন? আবু ত্বালহা বললেন, ওতে ছবি রয়েছে এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা বলেছেন, তা আপনি জানেন। সাহ্‌ল বললেন, কিন্তু তিনি কি বলেননি যে, 'কাপড়ে অংকিত ছবি ব্যতীত'। আবু ত্বালহা বললেন, হ্যাঁ, বলেছেন। কিন্তু এটি আমার হৃদয়ের অধিকতর প্রশান্তির জন্য (وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِىْ)'।[২৮]

১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, একদিন জিব্রীল আমার নিকটে এসে বলেন, আমি গতরাতে আপনার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে আমাকে যে জিনিষ বিরত রেখেছিল, তা হ'ল আপনার গৃহদ্বারের ছবিগুলি। কেননা ঘরের দরজায় একটি পাতলা পর্দা ঝুলানো ছিল, যাতে প্রাণীর অনেকগুলি ছবি ছিল। তাছাড়া ঘরে একটি কুকুর ছিল। অতএব আপনি ঐ ছবিগুলির মাথা কেটে ফেলার নির্দেশ দিন, যা ঘরের দরজার পর্দায় ঝুলানো রয়েছে। ফলে তা গাছ-গাছড়ার আকৃতির ন্যায় হয়ে যাবে (فَلْيُقْطَعْ فَيَصِيرَ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ)। আর পর্দাটি সম্বন্ধে নির্দেশ দিন, যেন সেটি কেটে ফেলে দু'টি

২৭. বুখারী হা/৫৯৫৮ 'পোষাক' অধ্যায়-৭৭, অনুচ্ছেদ-৯২; মুসলিম হা/২১০৬ 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায়-৩৭, অনুচ্ছেদ-২৬।

২৮. নাসাঈ হা/৫৩৪৯ 'ছবি সমূহ' অনুচ্ছেদ-১১২; তিরমিযী হা/১৭৫০।

বালিশ বা বিছানা বানিয়ে নেওয়া হয়, যা পড়ে থাকবে ও পায়ে দলিত হবে। আর কুকুর সম্বন্ধে নির্দেশ দিন, যেন তা বের করে দেওয়া হয়। হাসান অথবা হোসায়েন কুকুরের বাচ্চাটি খেলার জন্য মাল-সামানের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। নির্দেশ পেয়ে তা বের করে দেয়'।[২৯]

১৯. আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি খাদ্য প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দাওয়াত দিলাম। তিনি আসলেন ও গৃহে প্রবেশ করলেন। অতঃপর একটি পর্দা দেখলেন, যা ছবিযুক্ত ছিল। তখন তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং বললেন, إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ 'নিশ্চয়ই ঐ বাড়ীতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যে বাড়ীতে ছবি থাকে'।[৩০]

২০. জাবের (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় যখন আমরা নিকটবর্তী 'বাত্বহা' উপত্যকায় ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন যেন তিনি কা'বাগৃহের সকল ছবি-মূর্তি নিশ্চিহ্ন করে দেন। অতঃপর উক্ত ছবি সমূহ নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বাগৃহে প্রবেশ করলেন না'।[৩১]

২১. উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কা'বাগৃহে প্রবেশ করলাম। তিনি সেখানে ছবি সমূহ দেখে বালতিতে পানি আনার জন্য বললেন। আমি পানি নিয়ে এলে তিনি তা দিয়ে কাপড় ভিজিয়ে ঐগুলি মুছতে থাকলেন (فَجَعَلَ يَمْحُوهَا) ও বললেন, قَاتَلَ اللهُ قَوْمًا يُصَوِّرُوْنَ مَالاَ يَخْلُقُوْنَ– 'আল্লাহ ঐ জাতিকে ধ্বংস করুন, যারা ছবি তৈরী করে। অথচ সেগুলিকে তারা সৃষ্টি করতে পারে না' *(ছহীহাহ হা/৯৯৬)*।

২২. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বাগৃহে প্রবেশ করেন। এসময় গৃহের চারদিকে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। তিনি হাতের ধনুক দিয়ে তাদের আঘাত করতে থাকেন এবং আয়াত পাঠ করেন, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا 'তুমি বল, হক এসে গেছে, বাতিল দূরীভূত হয়েছে। নিশ্চয়ই বাতিল দূরীভূত হয়েই

---

২৯. তিরমিযী হা/২৮০৬; আবুদাঊদ হা/৪১৫৮; মিশকাত হা/৪৫০১।

৩০. নাসাঈ হা/৫৩৫১; মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৫৪৫।

৩১. আবুদাঊদ হা/৪১৫৬ 'পোষাক' অধ্যায়-২৬ 'ছবিসমূহ' অনুচ্ছেদ-৪৮; আহমাদ হা/১৪৬৩৬।

থাকে’ *(বনু ইসরাঈল ১৭/৮১)*। তিনি আরও পাঠ করেন, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ‘তুমি বল হক এসে গেছে এবং বাতিল আর না শুরু হবে, না ফিরে আসবে’ *(সাবা ৩৪/৪৯)*। অর্থাৎ সত্যের মুকাবিলায় মিথ্যা এমনভাবে পর্যুদস্ত হয় যে, তা কোন বিষয়ের সূচনা বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য থাকে না’ *(বুখারী হা/৪২৮৭)*। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) কা‘বাগৃহে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের প্রতিকৃতি দেখতে পান। যাদের হাতে ভাগ্য গণনার তীর ছিল। তা দেখে তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন, قاتَلَهُمُ اللهُ، واللهِ ما اسْتَقْسَما بِها قَطُّ ‘আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন! আল্লাহ্র কসম! এই নবীদ্বয় কখনোই তীর দ্বারা ভাগ্য গণনা করতেন না’।[৩২] অতঃপর তিনি সেখানে একটি কবুতরীর কাঠের প্রতিকৃতি দেখেন এবং নিজ হাতে তা ভেঙ্গে ফেলেন। অতঃপর হুকুম দেন সকল ছবি-মূর্তি নিশ্চিহ্ন করার জন্য’।[৩৩]

অথচ আজ হাট-বাজারে সর্বত্র মুসলমানরা কেউ ডাইনে-বামে পাখি উড়িয়ে বা পাখি দ্বারা ভাল-মন্দ লেখা কাগজ উড়িয়ে, কেউ হস্তরেখা দেখে ভাগ্য গণনা করছে ও পয়সা কামাই করছে। নেতা-নেত্রীরা পায়রা উড়িয়ে দিচ্ছেন শান্তি কামনা করে। এরাই কি তাহ’লে ভাগ্যবিধাতা? হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ‘যে ব্যক্তি ভাগ্যগণনাকারী বা কোন জ্যোতিষীর কাছে যায় এবং তার কথা বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদের উপর অবতীর্ণ শরী‘আতের সাথে কুফরী করে’।[৩৪]

উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফছা *(রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা)* হ’তে অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ‘যে ব্যক্তি গণৎকারের কাছে যায় এবং (তার কথা সত্য

---

৩২. বুখারী হা/৪২৮৭, ৪২৮৮ ‘যুদ্ধ-বিগ্রহ’ অধ্যায়-৬৪ অনুচ্ছেদ-৪৮; আবুদাঊদ হা/২০২৭।

৩৩. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৩৫ পৃ.; আল-বিদায়াহ ৪/৩০০; যাদুল মা‘আদ ৩/৩৫৮; আর-রাহীকুল মাখতূম ৪০৪ পৃ.।

৩৪. আহমাদ হা/৯৫৩২; আবুদাঊদ হা/৩৯০৪; মিশকাত হা/৪৫৯৯।

ভেবে) তার কাছে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হয় না’।[৩৫]

২৩. বিশ্বস্ত তাবেঈ আবুল হাইয়াজ আল-আসাদী বলেন,

قَالَ لِى عَلِىٌّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ : أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن لاَّ تَدَعْ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ–

‘আমাকে একদিন আলী (রাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজে পাঠাবো না, যে কাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে পাঠিয়েছিলেন? সেটি এই যে, তুমি এমন কোন মূর্তি ছাড়বে না, যাকে নিশ্চিহ্ন না করবে এবং এমন কোন উঁচু কবর দেখবে না, যাকে সমান করে না দিবে’।[৩৬] আবু হাইয়াজ খলীফা আলী (রাঃ)-এর পুলিশ প্রধান ছিলেন। আলবানী বলেন যে, এই আদেশ কেবল আলী (রাঃ)-এর আমলে নয়, খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর আমলেও জারি ছিল।[৩৭]

উপরের ২৩টি হাদীছে ছবি-মূর্তির নিষিদ্ধতা বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে আমরা কবর ও স্থানপূজা বিষয়ে শারঈ বিধান জানার চেষ্টা পাব।-

৩৫. মুসলিম হা/২২৩০; মিশকাত হা/৪৫৯৫ ‘চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক’ অধ্যায়-২৩ ‘ভাগ্য গণনা’ অনুচ্ছেদ-২।

৩৬. মুসলিম হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৬৯৬ ‘জানায়েয’ অধ্যায়, ‘মৃতের দাফন’ অনুচ্ছেদ-৬; ঐ, বঙ্গানুবাদঃ নূর মোহাম্মদ আ’জমী হা/১৬০৫, (এমদাদিয়া লাইব্রেরীঃ ৩য় মুদ্রণ ১৯৮৬), ৪/৯২ পৃ.।

৩৭. মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী, তাহযীরুস সাজিদি মিন ইত্তিখাযিল কুবূরে মাসাজিদা (কুয়েত : জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী, তাবি) ৯২ পৃ.।

২য় ভাগ

কবরপূজা ও স্থানপূজার বিরুদ্ধে বর্ণিত হাদীছ ও আছারসমূহ

(الأحـــاديث والآثار ضد عبادة القبـــور والأوثان)

১. হযরত ছওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِىْ أُمَّتِىْ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِىْ بَالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِى الْأَوْثَانَ وَأَنَّهُ سَيَكُوْنُ فِىْ أُمَّتِىْ كَذَّابُوْنَ ثَلاَثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِىٌّ اللهِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَنَبِىَّ بَعْدِىْ وَلاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِىْ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ لاَيَضُرُّ هُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ- رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ-

'আমার উম্মতের মধ্যে যখন একবার তরবারী চালিত হবে, তখন তা আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। আর ক্বিয়ামত হবে না, যতদিন না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে এবং যতদিন না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মূর্তি বা স্থানপূজা করবে। অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশ জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে, যাদের প্রত্যেকেই ধারণা করবে যে, সে আল্লাহ্র নবী। অথচ 'আমিই শেষনবী, আমার পরে কোন নবী নেই'। আর আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল চিরকাল সত্যের উপর অবিচল থাকবে। বিরোধীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহ্র নির্দেশ (অর্থাৎ ক্বিয়ামত) এসে যাবে'।[৩৮]

উক্ত ৩০ জন ভণ্ডনবীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ইয়ামনের রাজধানী ছান'আর আসওয়াদ 'আনাসী ও ইয়ামামার মুসায়লামা কাযযাব *(মুসলিম হা/২২৭৪)* এবং তাঁর মৃত্যুর পরে আরও কয়েকজন সহ এ যুগে

---

৩৮. আবুদাঊদ হা/৪২৫২; তিরমিযী হা/২২০৩, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৪০৬ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়; এম, আফলাতুন কায়সার, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৭৩ (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী ৩য় মুদ্রণ-(১), ১৯৯৮) ১০/১৬ পৃ.।

ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী (১৮৩৫-১৯০৮ খৃ.) তাদের অন্যতম। আল্লাহ এদের উপর লা'নত করুন! আসওয়াদ 'আনাসী রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর একদিন আগে ফীরোয (রাঃ) কর্তৃক নিহত হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ খবর সবাইকে জানিয়ে দেন।[৩৯] মুসায়লামা কাযযাব হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (১১-১৩ হি.) রিদ্দার যুদ্ধে নিহত হন।

২. জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ বাজালী (রাঃ) বলেন, سَمِعْتُ النَّبِىَّ– صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ : ...أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّىْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ– 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে বলতে শুনেছি,... মনে রেখ, তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাদের নবী ও নেককার লোকদের কবর সমূহকে সিজদার স্থান হিসাবে গ্রহণ করেছিল। অতএব সাবধান! তোমরা যেন কবর সমূহকে সিজদার স্থান হিসাবে গ্রহণ করো না। আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করে যাচ্ছি'।[৪০]

৩. উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর অন্তিম শয্যায় বলেন, তোমরা আমার নিকট আমার ছাহাবীদের ডেকে আনো। তখন সবাই এলে তিনি চাদর থেকে মুখ বের করে বলেন, আল্লাহ লা'নত করুন ইয়াহূদ-নাছারাদের, তারা তাদের নবীদের কবরগুলিকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে।[৪১]

এক প্রশ্নের উত্তরে উক্ত হাদীছটি পেশ করে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, *আলহামদুল্লিাহ*। বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে, কবরের উপর মসজিদ করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ব্যাপারে নিষেধ করে

---

৩৯. বুখারী হা/৪৩৭৯; ফাৎহুল বারী হা/৪৩৭৮-এর ব্যাখ্যা; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬৫১ পৃ.।

৪০. মুসলিম হা/৫৩২; মিশকাত হা/৭১৩ 'ছালাত' অধ্যায়, 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ; নূর মোহাম্মদ আ'জমী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত শরীফ হা/৬৬০, ২/২৯০ পৃ.; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, সনদ ছহীহ; তাহযীর ১৪-১৫ পৃ.।

৪১. আহমাদ হা/২১৮২২; ত্বাবারাণী হা/৩৯৩; তাহযীর ১৫-১৬ পৃ.।

গিয়েছেন *(মুসলিম হা/৫৩২)*। আর মসজিদে কোন মাইয়েতকে দাফন করা যাবে না। যদি মসজিদ কবর দেওয়ার পূর্বেকার হয়, তাহ'লে কবর সরাতে হবে। বহু পুরাতন হ'লে মাটি সমান করার মাধ্যমে, আর নূতন হ'লে তা উঠিয়ে অন্যত্র কবর দেওয়ার মাধ্যমে। পক্ষান্তরে যদি মসজিদ কবর দেওয়ার পরে বানানো হয়, তাহ'লে হয় মসজিদ সরাতে হবে, নয় কবর সরাতে হবে। কেননা কবরের উপর মসজিদ থাকলে তাতে ফরয বা নফল কোন ছালাতই পড়া যাবে না। এটি নিষিদ্ধ।[৪২]

মোটকথা হয় মসজিদ থাকবে, নয় কবর থাকবে। দু'টি এক সাথে থাকবে না। কেননা আল্লাহ বলেন, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا 'নিশ্চয় সিজদার স্থান সমূহ আল্লাহ্র জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করো না' *(জিন ৭২/১৮)*। এ যুগে কবর ব্যবসায়ীরা কবরের পাশেই মসজিদ স্থাপন করছে। যাতে ঈমানদাররা সেখানে যায়। অতঃপর পূজারীদের সাথে তারাও যিয়ারতের নামে কবরে যায় এবং সেখানে নযর-নেয়ায দেয়। কিছুই না হোক মাযারের রওনক বৃদ্ধি পায় ও তার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে। তাই এসব মসজিদগুলি এখন শিকার ধরার ফাঁদে পরিণত হয়েছে। অতএব এগুলি থেকে দূরে থাকতে হবে। বরং অনেক দূরে গিয়ে ঘাসের উপর ছালাত আদায় করবে। কারণ সমগ্র যমীনকে মুমিনদের জন্য মসজিদ গণ্য করা হয়েছে (وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا)।[৪৩]

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে বলেন,

اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، رَوَاهُ فِى الْمُؤَطَّأِ و احمدَ- 'হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করো না, যাকে পূজা করা হয়। কেননা আল্লাহ্র গযব কঠিনভাবে পতিত হয়েছে ঐ সকল জাতির উপর, যারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে'।[৪৪]

---

৪২. মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/১৯৪-৯৫ পৃ.; তাহযীর ৪৫ পৃ.।
৪৩. বুখারী হা/৩৩৫, ৩৩৬৬; মুসলিম হা/৫২১, ৫২০; মিশকাত হা/৫৭৪৭, ৭৫৩।
৪৪. মুওয়াত্ত্বা হা/৫৯৩; আহমাদ হা/৭৩৫২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৭৫০ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৬৯৪, ২/৩১০ পৃ.।

উল্লেখ্য যে, মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ের নেকী অর্জনের জন্য মদীনায় যাওয়া যাবে। কিন্তু শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর যেয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করা জায়েয নয়। কেননা আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَ مَسْجِدِىْ هَذَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ–

'তিনটি মসজিদ ব্যতীত (নেকীর উদ্দেশ্যে) সফর করা যাবে না; মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুল আক্বছা ও আমার এই মসজিদ'।[৪৫] মসজিদে নববীতে একবার ছালাত আদায় বায়তুল্লাহ ব্যতীত অন্য মসজিদে হাযার বার ছালাত আদায়ের চাইতে উত্তম।[৪৬] এখানে তাঁর মসজিদের কথা বলা হয়েছে, কবরের কথা নয়। সাধারণভাবে যেকোন সময়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যেয়ারত করা যাবে। কিন্তু কেবল উক্ত উদ্দেশ্যে ঘর হ'তে বের হওয়া এবং সফর করা নিষিদ্ধ। 'যে ব্যক্তি আমার কবর যেয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে' বা 'আমি তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন সাক্ষী হব' ইত্যাদি মর্মে যে সমস্ত হাদীছ বলা হয়ে থাকে, তার সবগুলিই মুনকার, জাল ও বাতিল। বরং সবগুলিই 'বাজে' (كُلُّهَا وَاهِيَةٌ)।[৪৭]

ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.) মদীনাবাসীদের যারা রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারতের জন্য যেত, তাদেরকে বলতেন, এটি হ'ল বাইরে থেকে আসা নতুন লোকদের জন্য (إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْغُرَبَاءِ)। যারা মসজিদে নববীতে আসে, অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর দুই সাথীর কবর যিয়ারত করে এবং তাঁদের জন্য দো'আ করে'। ইমাম মালেক (রহঃ) মদীনাবাসী ও বাইরে থেকে আসা মুসাফিরদের মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন এজন্য যে, তারা এখানকার স্থানীয় অধিবাসী ছিল। তারা বারবার যেয়ারতে গেলে সেটা তীর্থস্থানে

---

৪৫. বুখারী হা/১১৮৯; মুসলিম হা/১৩৯৭; মিশকাত হা/৬৯৩ 'ছালাত' অধ্যায়-৪ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ-৭; আহমাদ হা/৭১৯১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৪৬. বুখারী হা/১১৯০; মুসলিম হা/১৩৯৪; মিশকাত হা/৬৯২।

৪৭. আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ ওয়াল মওযূ'আহ হা/৪৭, ২০৩, ১০২১; ইরওয়াউল গালীল হা/১১২৭-২৮ প্রভৃতি।

পরিণত হয়ে যাবে। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যেন আমার কবরকে মূর্তি বানায়োনা যাকে পূজা করা হয়' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৫৯৩)*।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কবর ত্বাওয়াফ করা, তার দেওয়ালে পেট ও পিঠ লাগানো, হাত দিয়ে স্পর্শ করা ও চুমু খাওয়া জায়েয নয়। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তা ছুঁয়ে বা অন্যভাবে স্পর্শ করার মধ্যে অধিক বরকত আছে বলে মনে করে, সে মুর্খতার মধ্যে রয়েছে। কেননা বরকত হ'ল সেই কাজের মধ্যে যা শরী'আতের ও বিজ্ঞ আলেমদের কথার অনুকূলে হয়। অতএব যা সঠিক তার বিপরীত করে ঐ ব্যক্তি কিভাবে কল্যাণ আশা করতে পারে? অতঃপর তিনি উক্ত মর্মে ফুযায়েল বিন আয়ায খুরাসানী (১০৭-১৮৭ হি.)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। যেখানে তিনি বলেন, عَلَيْكَ بِطُرُقِ الْهُدَى وَلاَ يَضُرُّكَ قِلَّةُ السَّالِكِيْنَ، وَإِيَّاكَ وَطُرُقِ الضَّلاَلَةِ وَلاَ تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِيْنَ– 'তুমি হেদায়াতের রাস্তাসমূহের পথিক হও। সঠিক পথের অনুসারীদের সংখ্যাল্পতা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর তুমি ভ্রষ্টতার রাস্তাসমূহ হ'তে বেঁচে থাক এবং ধ্বংসের পথের যাত্রীদের আধিক্য দেখে প্রতারিত হয়ো না'।[৪৮]

৫. সুহায়েল বিন আবু সুহায়েল বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর দেখে তা জড়িয়ে ধরেন ও স্পর্শ করতে থাকেন। এমন সময় হাসান-পুত্র হাসান (রাঃ) আমাকে টেনে ধরেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমার বাড়ীকে তীর্থস্থান হিসাবে গ্রহণ করো না এবং তোমাদের গৃহগুলিকে কবরে পরিণত করো না। আর তোমরা যেখানেই থাক, সেখান থেকেই আমার উপরে দরূদ পাঠ কর। কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকটে পৌঁছানো হয়'।[৪৯]

৬. একই ধরনের বর্ণনা এসেছে হুসায়েন-পুত্র আলী (রাঃ) থেকে তিনি দেখলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবরের কাছে এসে ছিদ্র পথে তাঁকে আহ্বান করছে। তখন তিনি তাকে ডাকেন এবং বলেন, আমি কি তোমাকে সেই হাদীছটি শুনাবোনা, যা আমি শুনেছি আমার (পিতার

---

৪৮. নববী, মানাসিকুল হাজ্জ ২/৬৮-৬৯; তাহযীর ১০৫-১০৭ পৃ.।
৪৯. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৭৬২৫; তাহযীর ৯৬ পৃ. টীকা সহ।

মাধ্যমে) নানাজী থেকে? তিনি বলেছেন, 'তোমরা আমার কবরকে তীর্থস্থানে পরিণত করো না'... ।[৫০]

৭. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِى عِيدًا وَصَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِى حَيْثُ كُنْتُمْ، رواه ابوداؤدَ– 'তোমরা তোমাদের গৃহগুলিকে কবরে পরিণত করো না এবং আমার কবরকে তীর্থস্থান হিসাবে গ্রহণ করো না। আর তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের দরূদ আমার নিকটে পৌঁছানো হয়'।[৫১] অর্থাৎ তোমরা তোমাদের গৃহগুলিকে ছালাত ও ইবাদত থেকে খালি করো না। যেমন কবরে কোনরূপ ছালাত ও ইবাদত সিদ্ধ নয়।

অত্র হাদীছে এবং অন্যান্য হাদীছে একথা স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সরাসরি কারু দরূদ শুনতে পাননা। বরং তাঁর নিকটে পৌঁছানো হয়। এজন্য আল্লাহ্র একদল ফেরেশতা রয়েছে। যাদেরকে 'সাইয়াহূন' (السَّيَّاحُون) বলা হয়। তারা পৃথিবীতে সদা ভ্রমণ করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মতের সালামসমূহ তারা আমাকে পৌঁছে দেয়'।[৫২] তিনি বলেন, তোমাদের কেউ আমাকে সালাম দিলে আল্লাহ আমার রূহকে ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার জওয়াব দেই'।[৫৩]

---

৫০. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৭৬২৪; তাহযীর ৯৫ পৃ.।

৫১. আবুদাঊদ হা/২০৪২; মিশকাত হা/৯২৬ 'নবীর উপরে দরূদ ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

৫২. নাসাঈ হা/১২৮২; মিশকাত হা/৯২৪।

৫৩. আবুদাঊদ হা/২০৪১; মিশকাত হা/৯২৫।

১. এই সঙ্গে পাঠ করুন ছহীহ বুখারীর অনুবাদক ঢাকার শায়খুল হাদীছ মাওলানা আজিজুল হক (১৯১৯-২০১২ খৃ.) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায় রচিত তাঁর ১৬৭ লাইনের দীর্ঘ কবিতার মধ্যে নিম্নের কয়েকটি লাইন :

١. سَــــلاَمٌ مِنْ عَزِيْزِ الْحَقِّ عَبْـــد * اَتَاكَ بِالْمَنَايَا غَيْــــرِ عَدٍّ

٢. اَتَاكَ خَائِـــفًا ذَنْبًا ذُنُــــوبًا * لِيَرْجُـــوْ مِنْ نَوَالٍ مُسْـــتَفَادِ

٣. غَرِقْتُ بِبَحْرِ الذَّنْبِ مَالِى عِصْمَةٌ * فَخُذْ بِيَدِىْ اَنْتَ الْكَرِيْمُ فَخُذْ يَدِىْ

٤. وَمَالِــــىْ عِنْدَ اللهِ دُوْنَكَ حِيْـــلَةٌ * نَجَـــاةٌ وَّغُفْرَانٌ فَكُنْ اَنْتَ رَائِدِىْ

٥. اَسَاطِيْـــنُهُ تُبْـــدِىْ الْحَبَيْبَ خَلاَلَهَا * يَلُوْحُ بِهَا نَقْشٌ وَلَوْنٌ مُفَسِّـــرَا

٦. وَقُبَّـــتُهُ الْخَضْرَاءُ رُوْحُ قُلُـــوْبِنَا * يُحِيْـــطُ بِهَا نُوْرٌ عَلَى النُّوْرِ وَافِـــرَا

٧. تُظِلُّ عَلَى خَيْرِ الْخَــلاَئِقِ كُلِّهَا * وَتُحْــرِزُ مَا يَعْلُوْ عَلَى الْعَرْشِ فَاخِرَا

٨. لَيَغْــفِرُ مَنْ يَّأْتِــيْ اِلَيْهَا بِتَــوْبَةٍ * وَاَنْــوَارُهَا تُعْطَــى لِمَنْ جَاءَ زَائِرَا

٩. ذُنُــوْبٌ وَآثَامٌ لَدَيْــهِ تُكَفَّــرُ * فَيَا اَيُّهَا الْعَاصِــيْ تَعَالَ لِتُغْــفَرَا

١٠. أَيَا زُمْرَةَ الْعَاصِيْ تَعَالَوْا لِرَحْمَةٍ * إِلَى رَحْمَةٍ كَانَتْ مِنَ اللهِ مَظْهَرَا

١١. عَلَيْكَ سَــلاَمٌ يَاحَبِيْبُ الْمُعَظَّمُ * سَــلاَمُ غَرِيْبٍ قَدْ اَتَاكَ مُسَافِرَا

١٢. سَــلاَمُ عَزِيْــزِ الْحَقِّ عَبْدِ اَضَرَّهُ * ذُنُــوْبٌ وَآثَامٌ فَجَائَكَ حَائِرَا

١٣. تَرَحَّمْ عَزِيْــزَ الْحَقِّ وَاَشْفَعْ لِذَنْبِهِ * وَكُنْ اَنْتَ لِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِرَا

١٤. يُسَــارِعُ رَبِّيْ فِــيْ هَوَاكَ لِحُبِّهِ * فَجِئْــتُكَ اَبْغِيْ مِنْ لُهَاكَ لِأُغْفَرَا

******

١٥. تَمَنَّــيْتُ مِنْ رَّبِّــيْ جِوَارَ مَدِيْنَةٍ * فَيَالَــيْتَ لِيْ فِيْهَا ذِرَاعٌ لِّمَــرْقَــدِيْ

١٦. رَجَائِيْ بِرَبِّــيْ اَنْ اَمُوْتَ بِطَــيْبَةٍ * فَاَرْقُــدَ فِيْ ظِلِّ الْحَبِيْبِ وَاَحْــشُرَا

(১) 'আপনার গোলাম আজিজুল হকের সালাম সে আপনার কাছে আসিয়াছে অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা লইয়া'। (২) 'আপনার গোলাম আসিয়াছে- গোনাহে- অসংখ্য গোনাহ ভয়াক্রান্ত অবস্থায় সে আপনার দান (মাগফেরাতের শাফাআ'ত) লাভের নিশ্চিত আশা রাখে'। (৩) 'পাপ-সমুদ্রে আমি ডুবন্ত নিরুপায়, আপনি দয়াল আমার হাত ধরুন! হাত ধরুন'! (৪) 'আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা ও পরিত্রাণ পাইবার জন্য আপনি ভিন্ন আমার আর কোন সূত্র নাই। তাই আপনি আমার ব্যবস্থাপক হইয়া যান'। (৫) 'ঐ মসজিদের খুঁটিসমূহ প্রাণপ্রিয় হাবীবকে দৃশ্যমান করিয়া তোলে। যেন তিনি ঐগুলির আঁকে-বাঁকে ফাঁকে ফাঁকে চলিতেছেন। কোনটার নিকটে দাঁড়াইয়া খোৎবা দিতেছেন। ব্যাখ্যাকারী চিহ্ন- রং ও নক্সা উহাতে রহিয়াছে'। (৬) 'ঐ মসজিদ সংলগ্নে যে (নবীজীর রওজা পাকের উপর) সবুজ গুম্বজ রহিয়াছে উহা ত আমাদের অন্তরের জন্য আত্মা স্বরূপ। উহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে অজস্র নূর'। (৭) 'ঐ সবুজ গুম্বজই ছায়া দিয়া রহিয়াছে সমস্ত সৃষ্টির সেরা সৃষ্টের উপর এবং সে এমন ভূখণ্ডকে ঘিরিয়া আছে যাহা আরশের উপরও গর্ব করে'। (৮) 'যে ব্যক্তিই তওবার সহিত ঐ গুম্বজের নিকট উপস্থিত হইবে তাহারই গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে এবং যে-ই উহার যেয়ারতে আসিবে তাহাকেই উহার নূর সমূহ দান করা হইবে'। (৯) 'তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে সকল প্রকার গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দেওয়া হয়। অতএব হে গোনাহগার! এই দুয়ারে আস যেন তোমাকে ক্ষমা করা হয়'। (১০) 'হে গোনাহগারের দল! রহমত লাভের জন্য রহমতের দুয়ারে ছুটিয়া আস; যিনি আল্লার রহমতের বিকাশ স্থল'। (১১) 'হে আল্লার সম্মানিত হাবীব! আপনার প্রতি সালাম- ইহা এক বিদেশী খাদেমের সালাম; সে অনেক দূরের পথ ছফর করিয়া আপনার দরবারে হাজির হইয়াছে'। (১২) 'আপনার গোলাম আজিজুল হকের সালাম; তাহাকে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে তাহার গোনাহ ও অপরাধ সমূহ, তাই সে দিশাহারা হইয়া আপনার দ্বারে আসিয়াছে'। (১৩) 'নরাধম আজিজুল হকের প্রতি দয়ার দৃষ্টি করুন এবং তাহার গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য শাফাআ'ত করুন এবং আপনি আমার জন্য কেয়ামত দিবসে সাহায্যকারী থাকিবেন'। (১৪) 'আমার পরওয়ারদেগার আপনার খাহেশ দ্রুত পূরণকারী, কারণ তিনি আপনাকে ভালবাসেন; তাই আমি আমার মাগফেরাতের জন্য আপনার সাহায্য কামনায় ছুটিয়া আসিয়াছি'।

অবশেষে তিনি মদীনায় মৃত্যু কামনার দো'আ করে লেখেন, (১৫) 'আমি আমার প্রভুর নিকট এই আকাঙ্ক্ষাই রাখি, আমি যেন মদিনায় অবস্থান লাভ করি। হায়!! মদিনায় আমার কবরের জন্য এক হাত ভূমি আমার ভাগ্যে জুটিবে কি?' (১৬) 'আমার প্রভুর নিকট আমার একান্ত আশা- আমার মৃত্যু যেন মদিনা তাইয়্যেবায় হয়; আমি যেন প্রাণপ্রিয় নবীজীর ছায়ায় চিরনিদ্রা লাভ করি এবং তাঁহারই ছায়ায় হাশর-মাঠেও যাইতে পারি'।

অনুবাদগুলি স্বয়ং লেখকের। *(দ্র. বঙ্গানুবাদ বোখারী শরীফ (ঢাকা : রশীদিয়া লাইব্রেরী ২০০২ সালের সংস্করণ) ৭/১৩-৩৩ পৃ.)*। তাঁর মৃত্যু ২০১২ সালের ৮ই আগস্ট ৯৪ বছর বয়সে ঢাকার আজিমপুরে নিজ বাসগৃহে হয়েছে।

১৯৬০, ১৯৬১ ও সর্বশেষ ১৯৭৯-তে হজ্জের সফরে মদীনা যিয়ারতে এসে বাংলাদেশের এই বিখ্যাত শায়খুল হাদীছ ও রাজনীতিক তাঁর ভাষায় 'নূরানী মদীনাকে স্বাগত-অভ্যর্থনা' জানিয়ে মোট ১৬৭ লাইন কবিতা লিখেন ও মসজিদে নববীতে তা পাঠ করেন। তার মধ্যে ৯৭ লাইনেই এ ধরনের শিরকী ও বিদ'আতী আক্বীদা সমূহ বিদ্যমান রয়েছে।

বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুর পরেও রক্তমাংসের শরীর নিয়ে কবরে বেঁচে আছেন এবং তিনি সবকিছু শুনতে পান ও অন্যের ভাল-মন্দ করতে পারেন, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা থেকেই এসব কবিতা লিখিত হয়েছে। অথচ কুরআনী হেদায়াত অনুযায়ী তিনি বেঁচে আছেন বারযাখী জীবনে। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াবী জীবনের অন্তরালে থাকবে *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। মৃত্যুর পর তিনি কারু ভাল বা মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন না। যেমন ওমর ফারূক (রাঃ) আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে বলেন, اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا 'হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতাম। অতঃপর তুমি বৃষ্টি প্রদান করতে। আর এখন আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। অতএব তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর' *(বুখারী হা/১০১০; মিশকাত হা/১৫০৯ 'ইসতিসক্বা' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৪২৩, ৩/৩২১ পৃ.)*। এতে পরিষ্কার যে, জীবিত ব্যক্তিগণ একে অপরের অসীলা হ'তে পারেন, কিন্তু মৃত্যুর পরে কেউ কোন জীবিত ব্যক্তির অসীলা হ'তে পারেন না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় কন্যা ফাতেমার কোন উপকার করতে পারবেন না' বলে নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন *(বুখারী হা/২৭৫৩; মুসলিম হা/২০৪; মিশকাত হা/৫৩৭৩; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫১৪১ 'হৃদয় গলানো' অধ্যায় 'সতর্কতা অবলম্বন ও ভীতি প্রদর্শন' অনুচ্ছেদ, ৯/২৯০ পৃ.)*। তাহ'লে সেদিন তিনি উম্মতের মুক্তির অসীলা কিভাবে হবেন? তিনি শাফা'আত করবেন আল্লাহ্রই অনুমতিক্রমে। কাউকে জান্নাতে বা জাহান্নামে নেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। বস্তুতঃ এসব আক্বীদার পিছনে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন দলীল নেই।

একই ধরনের আক্বীদার বহিঃপ্রকাশ দেখুন নিম্নোক্ত লেখনীতে-

২. ইরাকের শাফেঈ মাযহাবের ছূফী সাইয়িদ আহমাদ রিফা'ঈ (৫১২-৫৭৮ হি.) হজ্জের পরে মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত করেন ৫৫৫ হিজরীতে এবং সেখানে গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় দু'লাইন কবিতা পাঠ করেন। যেমন,

فِي حَالَةِ الْبُعْدِ رُوحِي كُنْتُ أُرْسِلُهَا * تُقَبِّلُ الْأَرْضَ عَنِّي فَهِيَ نَائِبَتِي

وَهَذِهِ نَوْبَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ * فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْظَى بِهَا شَفَتِي

'দূরে থাকা অবস্থায় আমি আমার আত্মাকে প্রেরণ করতাম। যাতে সে আমার পক্ষে প্রতিনিধি হিসাবে আপনার পবিত্র মাটিতে চুমু দেয়'। 'এখন সশরীরে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। অতএব আপনার ডান হাত বের করে দিন, যাতে আমার ঠোঁট তাকে চুমু দিতে পারে'।

এক্ষণে যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, রাসূল (ছাঃ) সরাসরি দরূদ শুনতে পান, সে ব্যক্তি তাঁর উপর মিথ্যারোপ করল। আর যে ব্যক্তি দাবী করে যে, তিনি উম্মতের প্রার্থনা শুনতে পান, সে ব্যক্তি আরও বড় মিথ্যাবাদী। যেখানে রাসূল (ছাঃ) কারু প্রার্থনা শুনতে পান না, সেখানে অন্যেরা কিভাবে শুনতে পান?

৮. জাবের (রাঃ) বলেন,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ- عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُّقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُّبْنَى عَلَيْهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন কবর পাকা করতে, সেখানে বসতে ও তার উপরে সৌধ নির্মাণ করতে'।[৫৪]

একইভাবে কবরে বাতি দেওয়া ও আলোকসজ্জা করা হারাম। ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.) বলেন, এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই' *(তাহযীর ৪৫ পৃ.)*।

শাফেঈ ফক্বীহ ইবনু হাজার হায়তামী (মৃ. ৯৭৪ হি.) বলেন, কবীরা গোনাহসমূহের অন্যতম হ'ল কবরসমূহকে সিজদার স্থান হিসাবে গণ্য করা, সেখানে বাতি জ্বালানো, সেটিকে তীর্থস্থান বানানো, সেখানে ত্বাওয়াফ করা, চুমু দেওয়া, সেদিকে ফিরে ছালাত আদায় করা ইত্যাদি।[৫৫] যেখানে অভাবগ্রস্ত মানুষ খেতে পায় না, তার ঘরে আলো জ্বলে না, পাখা ঘুরে না। সেখানে মৃত ব্যক্তির সমাধিতে আগরবাতি, মোমবাতি ও উচ্চশক্তির বাতি জ্বলে, ফ্যান ঘোরে, মূল্যবান নযর-নেয়ায গরু-খাসী-মোরগ ইত্যাদি জমা

তখন রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে তাঁর হাত বের করে দিলেন ও রিফা'ঈ তাতে চুমু খেলেন'। লেখক ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া (১৩১৭-১৪০২ হি./১৮৯৮-১৯৮২ খৃ.) এরপর বলেন, কথিত আছে যে, ঐ সময় সেখানে প্রায় ৯০ হাযার লোক উপস্থিত ছিলেন, যারা উক্ত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। যাদের মধ্যে ('বড় পীর') আব্দুল কাদের জীলানী (৪৭০-৫৬১ হি.) উপস্থিত ছিলেন' *(দ্র. তাবলীগী নেছাব : ফাযায়েলে হজ্জ-উর্দূ, গল্প নং ১৩, ২/১৩০-১৩১ পৃ.; প্রথমটির সূত্র : সৈয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া (বৈরূত : দারুল ফিকর ১৪২৪ হি./২০০৪ খৃ.) ২/৩১৪; দ্বিতীয়টির সূত্র : নূর আব্দুল হামীদের البنيان المشيد والقائمون بالقسط নামক ২৯ পৃষ্ঠার একটি ছোট্ট আরবী পুস্তিকা)*।

অতএব ছহীহ আক্বীদার অনুসারীরা সাবধান!

৫৪. মুসলিম হা/৯৭০ 'জানায়েয' অধ্যায়-১১, অনুচ্ছেদ-৩২।

৫৫. হায়তামী, আয-যাওয়াজের 'আন ইক্বতিরাফিল কাবায়ির (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খৃ.) ১/২৪৪ পৃ.; তাহযীর ৩৪ পৃ.।

হয়। প্রশ্ন হ'ল, যার জন্য এগুলি করা হয়, তিনি কি এগুলির কিছুই জানতে পারেন? নাকি অন্যদের পেট পূর্তির ব্যবস্থা হয়। অন্ধ ভক্তদের চোখ কখনো খুলবে কি? আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ 'নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' *(বনু ইসরাঈল ১৭/২৭)*।

৯. ছুমামা বিন শুফাই (রাঃ) বলেন, আমরা ফাযালাহ বিন উবায়েদ (রাঃ)-এর সাথে রোমকদের এলাকায় ছিলাম। সে সময় আমাদের একজন সাথী মৃত্যুবরণ করেন। ফাযালাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন তার কবরটি সমান করে দেওয়ার জন্য এবং তা সমান করে দেওয়া হ'ল। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কবর সমান করে দেওয়ার আদেশ দিতে শুনেছি' *(মুসলিম হা/৯৬৮)*। রোমক কাফেরদের এলাকায় মুসলিম কবর অসম্মানিত হ'তে পারে, এরূপ সম্ভাবনায় এটা করা হয়ে থাকতে পারে।

নইলে কবর এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করা যায়। কারণ জাবের (রাঃ) বলেন, وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ 'রাসূল (ছাঃ)-এর কবর এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করা হয়েছিল'।[৫৬] এর মাধ্যমে কবর চেনা যায় এবং তাকে সম্মান করা যায়। উল্লেখ্য যে, خَيْرُ الْقُبُوْرِ الدَّوَارِسُ ('শ্রেষ্ঠ কবর হ'ল যা মিটিয়ে দেওয়া হয়') বলে যে হাদীছ প্রসিদ্ধ আছে, তার কোন ভিত্তি নেই' *(আলবানী, আহকামুল জানায়েয ২০৯ পৃ.)*।

১০. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে সাবধান করে বলেন, لَأَنْ يَّجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَّجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ- 'তোমাদের কেউ জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরে বসুক ও তার কাপড় পুড়ে গায়ের চামড়া ঝলসে যাক, সেটা তার জন্য উত্তম হবে কবরের উপর বসার চাইতে'।[৫৭]

১১. আবু মারছাদ আল-গানাভী (রাঃ) বলেন, سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ : لاَ تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

---

৫৬. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৬৩৫; ইরওয়া হা/৭৫৬; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ২০৮-০৯ পৃ.।

৫৭. মুসলিম হা/৯৭১ 'জানায়েয' অধ্যায়-১১, অনুচ্ছেদ-৩২।

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হ'তে শুনেছি তিনি বলেন, তোমরা কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করো না ও তার উপরে বসো না'।[৫৮]

১২. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تُصَلُّوا إِلَى قَبْرٍ، وَلاَ تُصَلُّوا عَلَى قَبْرٍ 'তোমরা কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করো না এবং কবরের উপরে ছালাত আদায় করো না' *(ছহীহাহ হা/১০১৬)*।

আমরা মনে করি, কবরকে কেন্দ্র করে যদি মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং সেটি কবরের উপরে না করে পাশে নির্মাণ করা হয়, তবে সেটিও উক্ত নিষেধাজ্ঞার মধ্যে শামিল হবে। ইবনু হাজার হায়তামী, আমীর ছান'আনী, ইমাম শাফেঈ প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন, কবরকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করার অর্থ, কবরের উপরে ও কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করা *(তাহযীর ২১-২২ পৃ.)*।

অতএব মসজিদের সামনে হৌক বা পিছনে হৌক বা পাশে হৌক বা কিছু দূরে হৌক, কবরকেন্দ্রিক মসজিদে বরকতের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করলে তা বাতিল হবে। কেননা এরূপ মসজিদে ছালাত আদায়ে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। আর না জেনে বা বরকতের নিয়তে না পড়লেও ছালাত মকরূহ হবে। কারণ এতে ইহূদীদের অনুকরণ হবে এবং তাকে দেখে অনেকে সেখানে ছালাত আদায় করবে। তাছাড়া এর মাধ্যমে পূজিত মসজিদকে সম্মান করা হবে। যেটা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নয়। বরং কবরের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। যদিও মুখে এটাকে আল্লাহ্র ঘর বলে দাবী করা হয়। মনে রাখা আবশ্যক যে, মুনাফিকরা ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেবার জন্য ক্বোবায় মসজিদ নির্মাণ করেছিল। রাসূল (ছাঃ) সেখানে ছালাত আদায় করেননি। বরং তা ধ্বংস করে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। যা 'মসজিদে যেরার' নামে খ্যাত। যার বিরুদ্ধে কুরআনে আয়াত নাযিল হয় *(তওবাহ ৯/১০৭-০৮)*।[৫৯] আল্লামা ইবনুল মালেক হানাফী, মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ প্রমুখ বিদ্বানগণ এসব মসজিদে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এসব মসজিদ কবরস্থ ব্যক্তির সম্মানে ও সেখানে প্রার্থনার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে' *(তাহযীর ১২২-১৩২ পৃ.)*।

---

৫৮. মুসলিম হা/৯৭২ 'জানায়েয' অধ্যায়-১১, অনুচ্ছেদ-৩২।
৫৯. দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬০৮-০৯ পৃ.।

অলী কারা? (من هو الولى؟) :

‘অলী’ অর্থ বন্ধু, অভিভাবক, প্রতিনিধি ইত্যাদি। এক্ষণে ‘আল্লাহ্র অলী’ অর্থ আল্লাহ্র বন্ধু। যারা সার্বিক জীবনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রকৃত অনুসারী, তারাই হ’লেন আল্লাহ্র অলী। আল্লাহ তাদেরকে শিরক ও বিদ‘আতের অন্ধকার থেকে তাওহীদ ও সুন্নাতের আলোকোজ্জ্বল পথে হেদায়াত দান করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ- ‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হ’তে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা অবিশ্বাস করেছে, শয়তান তাদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। ওরা হ’ল জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে’ *(বাক্বারাহ ২/২৫৭)*। এই শয়তান জিন ও ইনসান উভয়রূপে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে থাকে *(নাস ১১৪/৬)*।

যুগে যুগে কিছু মানুষ দুনিয়া ত্যাগের ধোঁকা দিয়ে নিজেদেরকে সাধু ও পীর-দরবেশ হিসাবে যাহির করেছে। আল্লাহ বলেন, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ- ‘আর বৈরাগ্য, সেটা তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে। আমরা এটা তাদের উপর নির্ধারিত করিনি। তারা নিজেরাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায় এটা করেছে। অথচ তারা এটাও যথাযথভাবে পালন করেনি। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমরা পুরস্কার দিয়েছিলাম। আর তাদের বহু লোক ছিল পাপাচারী’ *(হাদীদ ৫৭/২৭)*।

এর মাধ্যমে তারা মানুষের রব-এর আসন দখল করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ-(التوبة ٣١)-

‘তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও দরবেশ এবং মারিয়াম-পুত্র মসীহ ঈসাকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদের প্রতি কেবল এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক উপাস্যের ইবাদত করবে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি সে সব থেকে পবিত্র’ *(তওবাহ ৯/৩১)*।

অতএব প্রকৃত ঈমানদারগণই আল্লাহ্র অলী এবং আল্লাহ তাদের অভিভাবক। দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের কোন ভয় নেই এবং তাদের কোন চিন্তারও কারণ নেই। আল্লাহ বলেন, أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ- الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ- لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ- ‘মনে রেখ আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না’। ‘যারা ঈমান আনে ও সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে’। ‘তাদের জন্যই সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহ্র বাণীসমূহের কোন পরিবর্তন হয় না। আর এটাই (অর্থাৎ উভয় জীবনে সুসংবাদই) হ’ল বড় সফলতা’ *(ইউনুস ১০/৬২-৬৪)*।

অথচ উপরোক্ত ৬২ আয়াতটিকে মৃত পীরদের সমাধি সৌধে বড় করে লেখা থাকে। এর দ্বারা ভক্তদের ধোঁকা দেওয়া হয় যে, কবরস্থ পীর বেঁচে আছেন। তিনি ভক্তদের আবেদন-নিবেদন শোনেন ও তা পূরণ করেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*। অনেক মাযারে দেখা যায় সেখানে লেখা থাকে যে, ‘এখানে সিজদা করিবেন না’। এটুকু বলেই কি পার পাওয়া যাবে? বরং পীরদের জীবদ্দশায় তাদের ভক্তদের আক্বীদা সংশোধন করে দিতে হবে এবং কঠোরভাবে নিষেধ করে যেতে হবে লেখনী, বক্তৃতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। নইলে কেউ ছাড়া পাবেন না।

১৩. আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত যে, তিনি কবরসমূহের মধ্যে মসজিদ নির্মাণ করা অপসন্দ করতেন *(তাহযীর ৯২ পৃ.)*।

শায়খ মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (১৩৩৩-১৪২০ হি./১৯১৪-১৯৯৯ খৃ.) বলেন, এরদ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কবর ও মসজিদের মাঝে কেবল মসজিদের দেওয়ালই যথেষ্ট নয়। বরং কবর সমূহের মধ্যে মসজিদ নির্মাণ

করাই জায়েয নয়। কারণ এটাই শিরকের উৎস বন্ধে সর্বাধিক সহায়ক' *(তাহযীর ১২৯ পৃ.)*। সায়ফুদ্দীন আমেদী (৫৫১-৬৩১ হি.) ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, ক্বিবলার দিকে কবর থাকলে তাতে ছালাত হবে না। যতক্ষণ না মসজিদের দেওয়াল ও কবর স্থানের মধ্যে পৃথকভাবে দেওয়াল থাকবে' *(তাহযীর ১২৭ পৃ.)*। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) বলেন, কবরস্থানের মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয নয়, কেবল জানাযার ছালাত ব্যতীত। কারণ আবু হুরায়রা (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) ও উম্মে সালামাহ (রাঃ)-এর জানাযার ছালাত বাক্বী‘ গোরস্থানের মধ্যে পড়িয়েছিলেন। যেখানে ইবনু ওমর (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন'।[৬০]

১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আব্দুর রহমান বিন আবুবকর (রাঃ)-এর কবরের উপরে শামিয়ানা টাঙানো দেখে বলেন, ওটাকে সরিয়ে ফেল হে বৎস! কেননা ওটা তার আমলের উপরে ছায়া ফেলছে'। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) অছিয়ত করেন যেন তাঁর কবরের উপরে তাঁবু বা শামিয়ানা না টাঙানো হয়। ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং খ্যাতনামা তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (১৪-৯৪ হি.) একইরূপ অছিয়ত করেন' *(তাহযীর ৯৭-৯৮ পৃ.)*।

এতে বুঝা যায় যে, কবর উঁচু করা বা তার উপরে তাঁবু, শামিয়ানা বা গুম্বজ নির্মাণ করা নিষিদ্ধ। আজকাল পীর-আউলিয়াদের কবর বহু উঁচুতে দেখানো হচ্ছে। কোথাও বড় বড় গুম্বজ ও সৌধ নির্মাণ করা হচ্ছে এবং সেখানে নযর-নেয়ায পেশ করা হচ্ছে। যা ইসলামের ঘোর বিরোধী। রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের উপর নির্মিত গুম্বজ নবী ও ছাহাবী যুগের নয়। অতএব তা অনুসরণীয় নয়।

১৫. ওমর (রাঃ)-এর কাছে খবর পৌঁছলো এই মর্মে যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে যে গাছের নীচে বায়‘আতুর রিযওয়ান সম্পাদিত হয়, লোকেরা ঐ গাছের নিকট গিয়ে ছালাত আদায় করছে। তখন তিনি তাদেরকে খুবই ধমকালেন এবং গাছটি কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন'।[৬১]

নাফে' বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, যখন আমরা পরের বছর পুনরায় গেলাম (ক্বাযা ওমরাহ আদায়ের জন্য), তখন আমাদের দু'জন ব্যক্তিও

---

৬০. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৫৯৩; তাহযীর ১২৮ পৃ.।
৬১. ত্বাবাক্বাত ইবনু সা'দ, সনদ ছহীহ; ফাৎহুল বারী হা/৪১৬৫-এর ব্যাখ্যা।

গাছের নীচে জমা হয়নি। যেখানে আমরা বায়‘আত করেছিলাম। আর এটি ছিল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত’।[৬২]

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কারু স্মৃতিচিহ্ন বা স্থানপূজা করা যাবে না। এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোনরূপ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যাবে না।

১৬. ক্বাযা‘আহ বিন কা‘ব বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-কে বললাম, আপনি কি তূর পাহাড়ে গিয়েছেন? তিনি বললেন, ছাড় তূর! তুমি সেখানে যেয়ো না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তিনটি মসজিদ ব্যতীত (নেকীর উদ্দেশ্যে) সফর করা যাবে না; মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুল আক্বছা ও আমার এই মসজিদ’।[৬৩]

১৭. মা‘রূর বিন সুওয়াইদ (রাঃ) বলেন, আমরা একত্রে হজ্জ থেকে ফেরার পথে একটি মসজিদে মুছল্লীদের ভিড় দেখে ওমর (রাঃ) কারণ জিজ্ঞেস

---

৬২. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৭৬২৭; বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/২৯৫৮-এর ব্যাখ্যা; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৪৫৭ পৃ.।

নাফে‘ কর্তৃক উপরোক্ত বর্ণনাটি মুনক্বাতে‘ বা ছিন্নসূত্র। সম্ভবতঃ তিনি তাঁর উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে শুনে থাকবেন। তবে ইবনু ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় গাছটি কাটার কথা আসেনি। ছহীহ বুখারীর প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার আবুবকর আল-ইসমাঈলী (২৭৭-৩৭০ হি.) এ বিষয়ে আপত্তি তুললেও ইবনু হাজার (৭৭৩-৮৫২ হি.) তার জবাবে বলেন, নাফে‘ তার মনিব ইবনু ওমর (রাঃ)-এর নিকট থেকে শুনে যা বুঝেছিলেন, সেটাই তিনি দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেছেন। অতএব বর্ণনাটি মুনক্বাতে‘ হ’লেও ‘মুসনাদ’ পর্যায়ভুক্ত *(ফাৎহুল বারী হা/২৯৫৮-এর ব্যাখ্যা)*।

এখানে ওমর (রাঃ) কর্তৃক গাছটি কাটার বিষয়ে ইসমাঈলীর আপত্তির পক্ষে বলা যায় যে, গাছটির অবস্থান গোপন থাকার কারণে ওমর (রাঃ)-এর পক্ষে তা কেটে ফেলার নির্দেশ দানের কোন অবকাশ ছিল না। যেমন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব স্বীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, যিনি স্বয়ং বায়‘আতুর রিযওয়ানে অন্যতম বায়‘আতকারী ছিলেন। তিনি জনৈক প্রশ্নকারীর উত্তরে বলেন, فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِينَاهَا، فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا. وَفِى رِوَايَةٍ : فَعَمِيَتْ عَلَيْنَا فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ؟ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ؟ ‘যখন আমরা পরের বছর উমরাতুল ক্বাযা আদায়ের জন্য মক্কায় গেলাম। তখন আমরা গাছটির কথা ভুলে গেলাম। কোন মতেই স্থানটি স্মরণ করতে পারলাম না’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, গাছটি আমাদের থেকে আড়ালে রয়ে গেল’। অতঃপর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (১৪-৯৪ হি.) বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীরা যে গাছটির বিষয়ে জানতে পারলেন না, তোমরা সেটি কিভাবে জানলে? তাহ’লে কি তোমরাই বেশী জ্ঞানী হ’লে? *(বুখারী হা/৪১৬৩, ৪১৬৪)*। অতএব ওমর (রাঃ) কর্তৃক স্বীয় খিলাফতকালে উক্ত গাছটি কাটার যে নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন, সেটি ঐ গাছের নামে যেটি পূজিত হচ্ছিল, সে গাছটিই হ’তে পারে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

৬৩. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৫৭৮৬, সনদ ছহীহ; ইরওয়া হা/৯৭০-এর ব্যাখ্যা, ৩/২৩১ পৃ.; বুখারী হা/১১৮৯; মুসলিম হা/১৩৯৭; মিশকাত হা/৬৯৩।

করলে জানতে পারেন যে, এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার ছালাত আদায় করেছিলেন। তখন ওমর ফারূক বললেন, এভাবে ইহূদী-নাছারারা ধ্বংস হয়েছে। তারা তাদের নবীদের স্মৃতিচিহ্ন সমূহকে তীর্থস্থানে পরিণত করেছে। অতএব ছালাতের সময় না হ'লে তোমরা এখানে কোনরূপ ছালাত আদায় করবে না।[৬৪]

১৮. হযরত আয়েশা *রাযিয়াল্লাহু 'আনহা* হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ– مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ– 'ইয়াহূদ-নাছারাদের উপরে আল্লাহ অভিসম্পাত করুন, তারা তাদের নবীদের কবরগুলিকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে'।[৬৫]

১৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ– صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يَقُولُ : إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ–

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হ'ল তারাই, যাদের জীবদ্দশায় ক্বিয়ামত হবে এবং যারা কবরগুলিকে মসজিদ বানাবে'।[৬৬]

২০. আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্তিম অসুখে আক্রান্ত হ'লেন, তখন একদিন তাঁর জনৈকা স্ত্রী হাবশার 'মারিয়াহ' (مَارِيَةُ) গীর্জার (كَنِيسَةٌ) কথা আলোচনা করছিলেন। এছাড়া উম্মে সালামাহ ও উম্মে হাবীবাহ যাঁরা ইতিপূর্বে হাবশা গিয়েছিলেন, তাঁরাও সেখানকার ঐ গীর্জার সৌন্দর্য ও সেখানে রক্ষিত ছবি ও চিত্র সমূহের কথা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাথা উঠিয়ে বললেন, أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ

৬৪. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৭৬৩২, সনদ ছহীহ, আলবানী, তাহযীরুস সাজিদ, ৯৩ পৃ.।
৬৫. বুখারী হা/১৩৯০; মুসলিম হা/৫২৯; মিশকাত হা/৭১২; নূর মোহাম্মদ আ'জমী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৫৯, ২/২৯০ পৃ.।
৬৬. আহমাদ হা/৩৮৪৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৮৪৭।

–عِنْدَ اللهِ ‘ওরা এমন একটি সম্প্রদায় যখন ওদের মধ্যকার কোন সৎ লোক মারা যেত, তখন তারা তার কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণ করত। তারপর সেখানে তার ছবি বা চিত্র অংকন করত। ক্বিয়ামতের দিন এরা হ’ল আল্লাহ্র নিকৃষ্টতম সৃষ্টি (أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ)’।[৬৭]

বর্তমান যুগেও তাই করা হচ্ছে। ব্যক্তির ছবি বা তৈলচিত্র এখন ভক্তদের ঘরে ঘরে শোভা পাচ্ছে। তাদের কবরে মসজিদ ও সৌধ নির্মাণ করা হচ্ছে ও সেখানে বৎসরান্তে কিংবা বিশেষ বিশেষ সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হচ্ছে। এমনকি ঘর থেকে বের হবার সময় ঐ ব্যক্তির কিংবা তার মাযারের টাঙানো ছবির দিকে তাকিয়ে দু’হাত তুলে তার সাহায্য চাওয়া হচ্ছে ও তার অসীলায় বিপদ থেকে মুক্তি কামনা করা হচ্ছে। কেউ কোথাও রাজনৈতিক কারণে নিহত হ’লে সে স্থানটি পূজার স্থানে পরিণত হচ্ছে। অথবা তাদের স্মরণে অন্যত্র মিনার বা ভাস্কর্য নির্মাণ করা হচ্ছে। এভাবে দেশ ক্রমেই বেদী ও মিনারে ভরে যাচ্ছে। সেই সাথে মাযার সমূহের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে টাকা ফেলা হচ্ছে এক্সিডেন্ট থেকে বাঁচার জন্য। এভাবে সর্বত্র শিরক ও বিদ‘আতের ছড়াছড়ি হচ্ছে।

একটি ভুল ধারণার অপনোদন (إزالة الخطأ المنكر) :

কিছু মানুষ নবী ও শহীদগণের বারযাখী জীবনকে দুনিয়াবী জীবন বলে মনে করেন এবং একেই ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতে’র সম্মিলিত আক্বীদা বলে প্রচার করে থাকেন। যা একেবারেই ভিত্তিহীন। তারা তাদের ধারণার পক্ষে দু’টি আয়াত ও কিছু হাদীছকে ব্যবহার করেন। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারো না’ *(বাক্বারাহ ২/১৫৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ‘যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মৃত ভেবো না। বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রভুর নিকটে রিযিক পেয়ে থাকে’ *(আলে ইমরান ৩/১৬৯)*।

হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, অত্র আয়াতে আল্লাহ খবর দিচ্ছেন যে, শহীদগণ তাদের বারযাখী জীবনে জীবিত থাকেন ও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে

---

৬৭. বুখারী হা/১৩৪১ ‘জানায়েয’ অধ্যায়-২৩, অনুচ্ছেদ-৭০; মুসলিম হা/৫২৮; মিশকাত হা/৪৫০৮ ‘পোষাক’ অধ্যায় ‘ছবি সমূহ’ অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৩০৯, ৮/২৬০ পৃ.।

রিযিকপ্রাপ্ত হন। এটি কেবল নবী ও শহীদ নন, বরং সকল মুমিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'যারা আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরত করেছে। অতঃপর নিহত হয়েছে বা মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে সুন্দর রূযী প্রদান করবেন' *(হজ্জ ২২/৫৮)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ্র রাস্তায় সাধারণভাবে মৃত ও যুদ্ধে শহীদ উভয় মুমিনকে সুন্দর রিযিক প্রদানের ওয়াদা করা হয়েছে। এক্ষণে যদি এই রিযিককে দুনিয়াবী রিযিক মনে করা হয়, তাহ'লে মৃত্যুর অস্তিত্বই আর থাকে না। অথচ আল্লাহ বলেন, 'জীবিত ও মৃত কখনো সমান নয়' *(ফাত্বির ৩৫/২২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুমিনের আত্মা পাখি হয়ে জান্নাতের বৃক্ষ শাখায় খেয়ে-চরে বেড়ায়। ক্বিয়ামতের দিন সেগুলিকে আল্লাহ তাদের স্ব স্ব দেহে ফিরিয়ে দিবেন' *(মিশকাত হা/১৬৩১-৩২ 'জানায়েয' অধ্যায়)*। ইবনু কাছীর বলেন, অত্র হাদীছ (নবী-শহীদ) সকল মুমিনের জন্য প্রযোজ্য। তবে কুরআনে শহীদগণকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৫৪ আয়াত)*।

মি'রাজের সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট গৃহ দেখানো হ'লে তিনি সেখানে প্রবেশ করতে চান। কিন্তু তাঁকে বলা হয়, إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ 'এখনও আপনার জীবনের কিছু অংশ বাকী আছে। ওটা পূর্ণ হ'লেই আপনি এসে পড়বেন'।[৬৮] অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বারযাখী জীবনে জান্নাতুল ফেরদৌসের সর্বোচ্চ ও প্রশংসিত 'অসীলা' নামক স্থানে, যা আল্লাহ্র আরশের নীচে অবস্থিত, সেখানে জীবিত অবস্থায় থাকবেন। যে 'অসীলা' পাওয়ার জন্য আযানের শেষে উম্মতকে দো'আ করতে বলা হয়েছে'।[৬৯]

বাক্বারাহ ১৫৪ আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেন, 'কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারো না'। এখানেই ব্যাখ্যা পরিষ্কার করা হয়েছে যে, তা নিঃসন্দেহে বারযাখী জীবন, যা উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 'তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। অতএব উক্ত পর্দা ভেদ করে দুনিয়াবী জীবনের সাথে সম্পর্ক করা কোন মৃতের পক্ষে সম্ভব নয়।

---

৬৮. বুখারী হা/১৩৮৬ 'জানায়েয' অধ্যায়-২৩, অনুচ্ছেদ-৯৩।
৬৯. মুসলিম হা/৩৮৪; মিশকাত হা/৬৬২; বুখারী হা/৬১৪; মিশকাত হা/৬৫৯।

বিরোধী ভাইয়েরা একটি হাদীছকে তাদের পক্ষে ব্যবহার করে থাকেন। তা হ'ল 'আল্লাহ যমীনের উপর হারাম করেছেন নবীদের দেহ খেয়ে ফেলতে'। অতএব আল্লাহ্র নবী জীবিত, যাঁকে রিযিক দেওয়া হয়' (সম্ভবতঃ এটি রাবীর কথা)।[৭০] হায়ছামী বলেন, হাদীছটি ছহীহ। তবে দুই স্থানে মুনক্বাত্বি' বা ছিন্নসূত্র। এতদ্ব্যতীত কেউ দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তার উপরে তার রূহকে ফেরৎ দেন এবং তিনি উক্ত সালামের জওয়াব দেন *(আবুদাঊদ হা/২০৪১)*। এগুলি নিঃসন্দেহে বারযাখী জীবনের বিষয়। যে সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞান নেই।[৭১]

এক্ষণে আমরা যে কবর যিয়ারত করি, তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ 'কেননা এটি মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়' *(মুসলিম হা/৯৭৬)*। যেকোন কবর যিয়ারত করলে এ স্মরণ হয়ে থাকে। কিন্তু নিকটতম ও ভক্তি ভাজন ব্যক্তির কবর যিয়ারত করলে এ স্মরণ আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এখন আমরা মৃত্যুকে স্মরণ না করে মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ করছি এবং ভাবছি যে, তিনি কবরের মধ্যে রক্তমাংসের দেহ নিয়ে বেঁচে আছেন। তিনি মানুষের কথা শুনছেন ও তাদের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন।

ধোঁকা থেকে সাবধান! (إياكم والخداع) :

মাযার ও সেখানকার মসজিদ সমূহের জাঁকজমক দেখে এবং এসব স্থানে ধর্ম ও সমাজনেতাদের ব্যাপক উপস্থিতি ও মানুষের ভীড় দেখে যেন কেউ প্রতারিত না হন। কারণ এগুলি পথভ্রষ্টদের সুপথ দেখায় না। আর মুমিনের হেদায়াত বৃদ্ধি পায় না আল্লাহ যতটুকু ইচ্ছা করেন ততটুকু ব্যতীত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى– 'আমি মসজিদ উঁচু ও জাঁকজমকপূর্ণ করতে আদিষ্ট হইনি'। ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, কারণ এগুলি প্রয়োজনের অতিরিক্ত *(মিরক্বাত)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমরা অবশ্যই মসজিদ সমূহকে জাঁকজমকপূর্ণ করবে। যেমন ইয়াহূদ-নাছারাগণ করত'।[৭২] আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত

---

৭০. ইবনু মাজাহ হা/১৬৩৭, ১০৮৫, ১৬৩৬; মিশকাত হা/১৩৬৬।
৭১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মাসিক আত-তাহরীক, দরসে কুরআন 'হায়াতুন্নবী' আগষ্ট'৯৯, ২/১১ সংখ্যা।
৭২. আবুদাঊদ হা/৪৪৮; মিশকাত হা/৭১৮।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ ‘ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ’ল লোকেরা মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে’।[৭৩]

কবর ও মূর্তিপূজা থেকে সাবধান বাণী

(التحذير من عبادة القبور والأصنام)

(১) নূহ (আঃ)-এর যুগে :

পৃথিবীর প্রথম রাসূল হযরত নূহ (আঃ)-এর পথভ্রষ্ট কওমের ও তাদের নেতাদের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ আমাদেরকে সাবধান করে বলেন,

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَارًا– وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا– وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا– وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلاَلاً– مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصَارًا–

‘নূহ বলল, হে আমার প্রভু! তারা আমাকে অমান্য করেছে এবং এমন সব লোকের অনুসরণ করছে, যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করে না’। ‘আর তারা মারাত্মক চক্রান্ত করছে’। ‘তারা (লোকদের) বলছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করো না এবং পরিত্যাগ করোনা ওয়াদ, সুওয়া‘, ইয়াগূছ, ইয়া‘ঊক্ব ও নাস্‌রকে’। ‘অথচ এইসব নেতারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব (হে প্রভু) আপনি যালেমদের কেবল ভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করবেন না (যাতে সত্বর ওরা আপনার গযবে ধ্বংস হয়ে যায়)’। ‘বস্তুতঃ তাদের সীমাহীন পাপরাশির কারণেই তাদেরকে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। অতঃপর তাদেরকে (কবরের) আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে। তখন তারা আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় কাউকে তাদের জন্য সাহায্যকারী পায়নি’ *(নূহ ৭১/২১-২৫)*।

উপরোক্ত পাঁচটি আয়াতে আল্লাহপাক কবরপূজা ও মূর্তিপূজার প্রাচীন ইতিহাস তুলে ধরেছেন এবং উদাহরণস্বরূপ সে সময়ের পাঁচ জন শ্রেষ্ঠ

৭৩. নাসাঈ হা/৬৮৯; আবুদাঊদ হা/৪৪৯; ইবনু মাজাহ হা/৭৩৯; মিশকাত হা/৭১৯।

পূজিত ব্যক্তির নাম বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে তখনকার ধর্মনেতা ও সমাজনেতাদের ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে। যারা তাদের অগণিত অনুসারীকে ঐসব পূজিত মৃত ব্যক্তিদের অসীলায় পরকালে মুক্তি পাওয়ার ধোঁকা দিত। এর মাধ্যমে তারা দুনিয়াবী নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও অঢেল সম্পদ অর্জন করত। নূহ (আঃ)-এর তাওহীদের দাওয়াত তাদের এই দুনিয়াবী স্বার্থে আঘাত দিয়েছিল। যেকারণে তারা নূহ (আঃ)-এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল।

অবশেষে তাদের বিরোধিতা ও শত্রুতা চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করে বলেন,

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوْا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا- (نوح ٢٦-٢٧)-

‘হে প্রভু! পৃথিবীতে একজন কাফের গৃহবাসীকেও তুমি ছেড়ে দিয়ো না’। ‘যদি তুমি ওদের রেহাই দাও, তাহ’লে ওরা তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং ওরা কোন সন্তান জন্ম দিবে না পাপাচারী ও কাফের ব্যতীত’ *(নূহ ৭১/২৬-২৭)*। ফলে আল্লাহ প্রেরিত প্লাবনের গযবে সে যুগে পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল কাফের সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যায়।

(২) ইবরাহীম (আঃ)-এর যুগে :

‘নবীগণের পিতা’ ইবরাহীম (আঃ) নিজ পিতা ও কওমের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে অবশেষে যখন মক্কায় এসে কা‘বাগৃহ নির্মাণ করলেন, তখনও ভবিষ্যৎ বংশধরগণের পথভ্রষ্টতার জন্য এইসব প্রাণহীন মূর্তিগুলিকে দায়ী করে নিম্নোক্তভাবে আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করেন, যেমন আল্লাহ্‌র ভাষায়-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ- رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- (إبراهيم ٣٥-٣٦)-

‘আর (স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার পালনকর্তা, এই শহর (মক্কা)-কে তুমি শান্তিময় কর এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের তুমি মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ’। ‘হে আমার প্রতিপালক! এই মূর্তিগুলো বহু

মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসারী হবে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইবরাহীম ১৪/৩৫-৩৬)*।

এখানে মূর্তিগুলিকে দায়ী করার অর্থ মূর্তিপূজাকে দায়ী করা। কেননা মূর্তির কারণেই মূর্তিপূজারী নেতা ও অনুসারীরা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

(৩) মূসা (আঃ)-এর যুগে :

বনু ইস্রাঈল কওম মূসা (আঃ)-এর মু'জেযার বলে লোহিত সাগরে নির্ঘাত ডুবে মরা থেকে সদ্য নাজাত পেয়ে এসেছিল এবং গোটা ফেরাঊনী গোষ্ঠীকে সাগরে ডুবে মরার মর্মান্তিক দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শাম (সিরিয়া) আসার পথে কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই তারা এমন এক জনপদের উপর দিয়ে অতিক্রম করল, যারা বিভিন্ন মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের পূজা-অর্চনার জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখে তাদের মন সেদিকে আকৃষ্ট হ'ল এবং মূসা (আঃ)-এর কাছে গিয়ে আবেদন করল, اجْعَل لَّنَا إِلَـــهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ 'ওদের মূর্তিসমূহের ন্যায় আমাদের জন্যও একটা মূর্তি বানিয়ে দিন'। জবাবে মূসা বললেন, إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 'তোমরা দেখছি মূর্খতায় লিপ্ত জাতি'। তিনি বলেন, إِنَّ هَـــؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُونَ 'এরা যে কাজে নিয়োজিত রয়েছে, তা ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তারা করছে, তা সবই বাতিল'। 'তিনি আরও বললেন, أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيْكُمْ إِلَـــهاً 'আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য কামনা করব? অথচ তিনি তোমাদেরকে সারা বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন' *(আ'রাফ ৭/১৩৮-১৪০)*।

(৪) শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর যুগে :

বিগত নবীগণের ন্যায় শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সম্প্রদায়ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছিল এবং তাদের নেতারা যুক্তি দিয়ে বলেছিল, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ– '(তারা বলে) আমরা তো এদের পূজা

এজন্যেই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে পৌঁছে দিবে। অথচ তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে, আল্লাহ (ক্বিয়ামতের দিন) তার ফায়াছালা করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন মিথ্যাবাদী ও কাফিরকে সুপথে পরিচালিত করেন না' *(যুমার ৩৯/৩)*।

অতঃপর ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর সেখানকার মুশরিক নেতারা সব ইসলাম কবুল করলেন। এর ১৯ দিন পর হোনায়েন যুদ্ধে যাওয়ার পথে এক স্থানে তারা একটি বড় সতেজ-সবুজ কুল গাছ দেখতে পান। যাকে 'যাতু আনওয়াত্ব' (ذَاتُ أَنْوَاطٍ) বলা হ'ত। মুশরিকরা এটিকে 'কল্যাণ বৃক্ষ' মনে করত। এখানে তারা পশু যবহ করত। এর উপরে অস্ত্র-শস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। এখানে পূজা দিত ও মেলা বসাত। তা দেখে নও মুসলিমদের কেউ কেউ বলে উঠলো, اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ 'আমাদের জন্য একটি 'যাতে আনওয়াত্ব' দিন, যেমন ওদের 'যাতে আনওয়াত্ব' রয়েছে'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলেন, سُبْحَانَ اللهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى (اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ) وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 'সুবহানাল্লাহ! এটিতো সেরূপ কথা হ'ল যেরূপ কথা মূসার কওম বলেছিল, 'আমাদের জন্য একটি উপাস্য দিন, যেমন তাদের বহু উপাস্য রয়েছে'। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন নিহিত, তোমরা তোমাদের পূর্বের লোকদের রীতি-নীতি অবশ্যই অবলম্বন করবে'।[৭৪]

বস্তুতঃ মানুষ সর্বদা আনুষ্ঠানিকতা প্রিয় এবং অদৃশ্য সত্তার চেয়ে দৃশ্যমান বস্তুর প্রতি অধিকতর আসক্ত। ফলে নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকেই অদৃশ্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের অসীলা কল্পনা করে নিজেদের হাতে গড়া দৃশ্যমান মূর্তি সমূহের পূজা-অর্চনা চলে আসছে। অবশেষে আল্লাহ্‌কে ও তাঁর বিধানকে ভুলে গিয়ে মানুষ মূর্তিকে ও নিজেদের মনগড়া বিধানকে মুখ্য গণ্য করেছে।

৭৪. তিরমিযী হা/২১৮০; মিশকাত হা/৫৪০৮ 'ফিৎনাসমূহ' অধ্যায়।

শ্রেষ্ঠ হেদায়াত :

নিঃসন্দেহে হেদায়াত ও সত্যের আলো নিহিত রয়েছে, যা নিয়ে আগমন করেছেন প্রিয়নবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমেই কুরআন প্রেরণ করেছেন এবং তিনিই ছিলেন কুরআনের বাস্ত ব রূপকার। অতএব কুরআনই হ'ল প্রকৃত আলো। বাকী সবই অন্ধকার। আল্লাহ বলেন, '...নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এসেছে একটি জ্যোতি ও আলোকময় কিতাব'। 'তা দ্বারা (অর্থাৎ কুরআন দ্বারা) আল্লাহ ঐসব লোকদের শান্তির পথসমূহ প্রদর্শন করেন, যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তিনি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে (কুফরীর) অন্ধকার হ'তে (ঈমানের) আলোর দিকে বের করে আনেন। আর তিনি তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন' *(মায়েদাহ ৫/১৫-১৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ– 'শ্রেষ্ঠ বাণী হ'ল আল্লাহ্র কিতাব এবং শ্রেষ্ঠ হেদায়াত হ'ল মুহাম্মাদের হেদায়াত। আর নিকৃষ্ট কর্ম হ'ল ইসলামের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করা। আর প্রত্যেক বিদ'আতই হ'ল ভ্রষ্টতা'।[৭৫] তিনি বলেন, فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ– 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ হ'লেন মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী মানদণ্ড'।[৭৬] অতএব মুসলিম উম্মাহ সাবধান!

তাওহীদ ও শিরকের দ্বন্দ্ব :

এভাবে প্রথম রাসূল নূহ (আঃ) থেকে সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল যুগে তাওহীদ ও শিরকের দ্বন্দ্ব হয়েছে। দুনিয়াদার ধর্ম ও সমাজনেতারা নবীদের দাওয়াতের বিরোধিতা করেছে, আজও করে যাচ্ছে।

অতএব সকল যুগে এরাই সবচেয়ে বড় অপরাধী। যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তাদের অনুসারীদের পথভ্রষ্ট করে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُجْرِمِينَ

৭৫. মুসলিম হা/৮৬৭; মিশকাত হা/১৪১।
৭৬. বুখারী হা/৭২৮১; মিশকাত হা/১৪৪।

فِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ- يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ- 'নিশ্চয়ই অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত'। 'যেদিন তাদেরকে উপুড়মুখী করে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামে এবং বলা হবে জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ গ্রহণ কর' *(ক্বামার ৫৪/৪৭-৪৮)*। মূলতঃ এইসব পাপাচারীদের কারণেই পৃথিবীতে আল্লাহ্র গযব নেমে এসেছে বিগত যুগে এবং এ যুগেও। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا 'যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন আমরা সেখানকার সমৃদ্ধিশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নির্দেশ দেই। তখন তারা সেখানে পাপাচারে মেতে ওঠে। ফলে তার উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমরা ওটাকে বিধ্বস্ত করে দেই' *(বনু ইসরাঈল ১৭/১৬)*।

ক্বিয়ামতের দিন পথভ্রষ্ট নেতা ও তাদের অনুসারীদের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ- وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ- رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا- 'যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে ওলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! যদি আমরা আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম'! 'তারা আরও বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতাদের ও বড়দের আনুগত্য করতাম। অতঃপর তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল'। 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে তুমি দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে মহা অভিশাপ দাও' *(আহযাব ৩৩/৬৬-৬৮)*। অতএব নেতা ও কর্মীরা সাবধান!

সংশয় নিরসন (إزالة الشك عن أدلة القبوريين) **:**

কবরপূজা ও স্থানপূজার পক্ষে সাধারণতঃ ৬টি দলীল পেশ করা হয়ে থাকে। যেমন-

১. আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لاَ رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ

بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا– ‘এভাবে আমরা তাদের (আছহাবে কাহফের) বিষয়টি প্রকাশ করে দিলাম। যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য এবং ক্বিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। অতঃপর যখন লোকেরা তাদের করণীয় বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল, তখন তারা বলল, তাদের গুহামুখে তোমরা একটা প্রাচীর নির্মাণ কর (যাতে ওটা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়)। কেননা তাদের বিষয়ে তাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন। তবে তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল ছিল তারা বলল যে, আমরা অবশ্যই তাদের উপর একটা উপাসনাগৃহ নির্মাণ করব’ *(কাহফ ১৮/২১)*।

জওয়াব : ক্বাতাদাহ বলেন, ঐ লোকগুলি ছিল শিরকপন্থী পথভ্রষ্ট শাসক ও সমাজনেতা *(তাহযীর ৫৩ পৃ.)*। এসব লোকদের উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ‘ইয়াহূদ-নাছারাদের উপর আল্লাহ লা‘নত করুন! তারা তাদের নবীদের কবরগুলিকে মসজিদ বানিয়েছে’।[৭৭] ওমর ফারূক (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (১৩-২৩ হি.) ইরাকে ধর্মনেতা দানিয়ালের কবর পাওয়া গেলে তিনি সেটা লোকজন থেকে লুকিয়ে ফেলেন। তার সাথে যে একটি ফলক পাওয়া যায়, যাতে মালাহেম বা ফিৎনা-ফাসাদ ও খুন-খারাবী সম্পর্কে লিখিত ছিল, সেটিও তিনি মাটিতে দাফন করে দেন’ *(তাহযীর ৫১ পৃ.)*। অতএব উক্ত আয়াত দ্বারা কবরপূজা সিদ্ধ করার কোন সুযোগ নেই।

তাফসীর বায়যাভীর হাশিয়াতে শিহাব আল-খাফাজী মিসরী (৯৭৭-১০৬৯ হি.) উক্ত আয়াত থেকে দলীল নিয়ে কবরের উপর মসজিদ বানানো ও সেখানে ছালাত আদায় করা জায়েয বলেছেন। তার প্রতিবাদে আল্লামা আলূসী (১২১৭-১২৭০ হি.) বলেন, وَهُوَ قَوْلٌ بَاطِلٌ عَاطِلٌ فَاسِدٌ كَاسِدٌ ‘এটি বাতিল ও ফালতু কথা। বাজে ও অগ্রহণযোগ্য’ *(তাফসীর রূহুল মা‘আনী ৮/২২৫)*। তাছাড়া উক্ত মসজিদ আদৌ নির্মিত হয়েছিল কি-না তার কোন প্রমাণ নেই। যদি হয়েও থাকে, তবে সেটি আছহাবে কাহফের গুহার উপরে নয়। যা পাহাড়ের উপরে ছিল। অতএব সেটি হয়ে থাকলে তা গুহা থেকে

---

৭৭. বুখারী হা/১৩৯০; মুসলিম হা/৫২৯; মিশকাত হা/৭১২।

দূরে পাহাড়ের পাদদেশে হবে। যেখানে লোক বসতি ছিল। তাছাড়া তারা গুহায় প্রবেশের পরপরই মারা গিয়েছিল কি-না, তারও কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং এর উপর ক্বিয়াস করে এ যুগে কবরপূজা জায়েয করার কোন সুযোগ নেই। কেননা বর্তমানের কবরবাসীগণ তাদের কবরে ঘুমিয়ে নেই, বরং মৃত। আর মৃত ব্যক্তিরা জীবিত ব্যক্তিদের আহ্বান শুনতে পান না *(নামল ২৭/৮০)*।

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর মসজিদে নববীতে রয়েছে। অতএব কবরের উপর মসজিদ করা জায়েয।

জওয়াব : পূজা হওয়ার ভয়েই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দাফন করা হয় তাঁর বাসকক্ষে। যা ছিল তখন মসজিদে নববী থেকে দূরে। পরবর্তীতে ৮৮ হিজরী সনে খলীফা অলীদ বিন আব্দুল মালেক-এর সময়ে (৮৬-৯৬ হি.) মসজিদ বড় করতে গিয়ে সেটি মসজিদের সীমানার মধ্যে এসে যায়। ঐ সময় মদীনায় কোন ছাহাবী জীবিত ছিলেন না। কেননা মদীনায় ৯৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ ছাহাবী ছিলেন জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)। যিনি ৭৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৭৮] অতএব পরবর্তী শাসকদের কোন কাজের জন্য পূর্ববর্তী ছাহাবীগণ দায়ী হ'তে পারেন না। উল্লেখ্য যে, সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী কনিষ্ঠ ছাহাবী আবুত তোফায়েল 'আমের বিন ওয়াছেলাহ ছিলেন মক্কার অধিবাসী এবং সেখানে ১১০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৭৯]

জানা আবশ্যক যে, মসজিদে নববী থেকে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর মহান সাথীদ্বয়ের কবর ছাদ পর্যন্ত উঁচু দেওয়াল দিয়ে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা আছে। তাছাড়া সেখানে কোন পূজা হয় না। উপরন্তু সেখানে একটি নয়, বরং তিনটি কবর একস্থানে পাশাপাশি রয়েছে। অতএব তার উপরে ক্বিয়াস করে নির্দিষ্ট একটি কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা ও তার কবর পূজা সিদ্ধ করার কোন সুযোগ নেই।

৩. মসজিদে খায়ফে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করেছেন। অথচ সেখানে ৭০ জন নবীর কবর রয়েছে।

---

৭৮. আল-ইছাবাহ, জাবের বিন আব্দুল্লাহ ক্রমিক ১০২৭।

৭৯. আল-ইছাবাহ, আবুত তোফায়েল 'আমের বিন ওয়াছেলাহ ক্রমিক ১০১৬০।

জওয়াব : মসজিদে খায়ফে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করেছেন[৮০] এবং এখনও হজ্জের সময় হাজী ছাহেবগণ সেখানে ছালাত আদায় করে থাকেন। কিন্তু সেখানে ৭০ জন নবীর কবর আছে, কথাটির কোন ছহীহ দলীল নেই। কারণ ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত যে মরফূ হাদীছে বলা হয়েছে, فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ قُبِرَ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا ‘মসজিদে খায়ফে ৭০জন নবীকে কবর দেওয়া হয়েছে’। সেটি যঈফ।[৮১] পক্ষান্তরে একই হাদীছ ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক মরফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا ‘মসজিদে খায়ফে ৭০ জন নবী ছালাত আদায় করেছেন’।[৮২] আলবানী বলেন, আমি আশংকা করছি যে, হাদীছটিতে সম্ভবতঃ ‘তাহরীফ’ অর্থাৎ শাব্দিক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে এবং صَلَّى এর বদলে قُبِرَ লেখা হয়েছে। অথচ صَلَّى কথাটাই প্রসিদ্ধ *(তাহযীর ৭১-৭২ পৃ.)*।

তাছাড়া যদি কখনো সেখানে কোন নবীর কবর থেকেও থাকে, তবে তার কোন চিহ্ন রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় ছিল না। আর চিহ্নহীন অজানা কবরের মাটির উপরে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। অতএব জেনে-শুনে কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ ও সেখানে পূজা করার পক্ষে এ ধরনের হাদীছ পেশ করার কোন অবকাশ নেই।

৪. মাসজিদুল হারামের মধ্যে ইসমাঈল (আঃ) ও অন্যান্যদের কবর রয়েছে। অতএব সেখানে মসজিদ নির্মিত হ’লে অন্যত্র কেন সেটা জায়েয হবে না?

জওয়াব : আলবানী বলেন, কুতুবে সিত্তাহ, মুসনাদে আহমাদ, ত্বাবারাণী প্রভৃতি হাদীছের বিশ্বস্ত ও প্রসিদ্ধ সংকলনগুলিতে উক্ত মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। সৈয়ূতী স্বীয় জামে‘ (الجامع) কিতাবে হাকেম-এর ‘কুনা’ (الكنى) কিতাব থেকে আয়েশা (রাঃ)-এর মরফূ সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীছ

---

৮০. মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭); মিশকাত হা/২৫৫৫ ‘বিদায় হজ্জ’ অনুচ্ছেদ; আহমাদ হা/১৭৫০৯।
৮১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৫৭৬৯; যঈফুল জামে‘ হা/৪০২০।
৮২. হাকেম হা/৪১৬৯; ত্বাবারাণী কাবীর হা/১২২৮৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১২৭, সনদ হাসান।

Contents

এনেছেন যে, إِنَّ قَبْرَ إِسْمَاعِيلَ فِي الْحِجْرِ ‘হাজারে আসওয়াদের নীচে ইসমাঈলের কবর আছে’ *(যঈফুল জামে‘ হা/১৯০৭)*। এ বিষয়ে ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, ইসমাঈল (আঃ)-এর কবর রয়েছে কা‘বাগৃহের মীযাব অর্থাৎ ছাদের পানির নালার নীচে অবস্থিত। আর হাজারে আসওয়াদ ও যমযম কূয়ার মধ্যবর্তী স্থানে ৭০ জন নবীর কবর রয়েছে’। তিনি বলেন, أَنَّ صُورَةَ قبرِ إسماعيلَ عليه السلامُ وغيره مُنْدَرِسَةٌ فلا يَصْلَحُ الاستدلالَ ‘ইসমাঈল (আঃ) ও অন্যান্যদের কবর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অতএব তা দলীল গ্রহণের উপযুক্ত নয়’।[৮৩]

আমরা মনে করি, এটিই যথার্থ জওয়াব। কেননা সমস্ত পৃথিবীই মৃতদের কবরে পূর্ণ। যেমন আল্লাহ বলেন, أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا- أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا- ‘আমরা কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারিনীরূপে? ‘জীবিত ও মৃতদেরকে?’ *(মুরসালাত ৭৭/২৫-২৬)*। অতএব নিশ্চিহ্ন অজ্ঞাত কবর ও প্রকাশ্য জ্ঞাত কবরকে সমান করে দেখার কোন সুযোগ নেই। প্রখ্যাত তাবেঈ ইমাম শা‘বী (২২-১০৪ হি.) বলেন, بَطْنُهَا لِأَمْوَاتِكُمْ وَظَهْرُهَا لِأَحْيَائِكُمْ ‘ভূগর্ভ তোমাদের মৃতদের জন্য এবং ভূপৃষ্ঠ তোমাদের জীবিতদের জন্য’ *(তাহযীর ৭৮ পৃ.)*।

৫. আবু জান্দাল বিন সুহায়েল বিন ‘আমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় আবু বাছীর (রাঃ)-এর কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। যা ইবনু আব্দিল বার্র ছাহাবীগণের জীবনী আল-ইস্তী‘আব কিতাবে বর্ণনা করেছেন।[৮৪]

জওয়াব : নির্ভরযোগ্য কোন হাদীছ গ্রন্থে উক্ত মর্মে কোন বর্ণনা নেই। ইস্তী‘আবে যেটা এসেছে, তার সনদ মুরসাল বা যঈফ। আবু বাছীরের ঘটনাটি প্রসিদ্ধ।[৮৫] কিন্তু আবু বাছীরের মৃত্যুর পর وَبَنَى عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ‘তাঁর কবরের উপর আবু জান্দাল একটি মসজিদ নির্মাণ করেন’ কথাটি

---

৮৩. মিরক্বাত শরহ মিশকাত হা/৭১২-এর ব্যাখ্যা; তাহযীর ৭৬-৭৭ পৃ.।
৮৪. আল-ইস্তী‘আব, আবু বাছীর ক্রমিক ২৮৭৫।
৮৫. বুখারী হা/২৭৩১; মিশকাত হা/৪০৪২; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৪৬১-৬২ পৃ.।

অতিরিক্ত (زيادة), যা মূসা বিন উক্ববা (মৃ. ১৪১ হি.) কর্তৃক যুক্ত। যা তিনি সূত্রবিহীনভাবে বর্ণনা করেছেন *(তাহযীর ৮১ পৃ.)*। ফলে বর্ণনাটি মু'যাল বরং মুনকার। যার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাছাড়া ইবনু আসাকির-এর বর্ণনায় এসেছে, وَجَعَلَ عِنْدَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا 'এবং তার কবরের নিকটে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন'।[৮৬] 'কবরের উপরে' ও 'কবরের নিকটে' এক কথা নয়। যদিও দু'টি বর্ণনাই যঈফ ও মুনকার।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত বর্ণনায় একথা নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুমতিক্রমে বা তাঁর জ্ঞাতসারে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। অতএব কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণের বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার বিপরীতে এসব বানোয়াট বর্ণনার কোন মূল্য নেই।

৬. কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করলে তাতে কবরপূজার ফিৎনা সৃষ্টির আশংকা ছিল বলেই তখন এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু এখন তাওহীদ সবার মনে দৃঢ় হয়ে গেছে বিধায় আর সে ফিৎনার আশংকা নেই।

জওয়াব : উক্ত ধারণা নিতান্তই হাস্যকর। বরং নবীযুগের পরেই উক্ত ফিৎনা সৃষ্টি হয়েছে এবং তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন মুসলমান নামধারীদের মাধ্যমেই কবরপূজার শিরক চলছে জাঁকজমকের সাথে। যা নবী ও ছাহাবীগণের যামানায় ছিল না। মুসলিম উম্মাহ্র আলেম ও দরবেশগণ এখন ইহূদী-নাছারা আলেম ও দরবেশদের শিরকী রীতি-নীতির পূর্ণ অনুসারী হয়েছেন। যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন।[৮৭] অতএব এই ফিৎনা থেকে বাঁচতে গেলে আমাদেরকে রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে হাতে-দাঁতে কামড়ে ধরতে হবে।[৮৮]

আয়েশা (রাঃ) প্রথমেই বিষয়টি আঁচ করেছিলেন। সেকারণ মৃত্যুর পূর্বে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ ইহূদী-নাছারাদের উপর লা'নত করুন! তারা তাদের নবীদের কবরগুলিকে মসজিদে পরিণত করেছে', তখন তার ব্যাখ্যায় আয়েশা (রাঃ) বলেন, لَوْلاَ ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَوْ

---

৮৬. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক্ব ২৫/৩০০।
৮৭. তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১; ছহীহাহ হা/১৩৪৮।
৮৮. ইবনু মাজাহ হা/৪২; তিরমিযী হা/২৬৭৬ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৬৫; ছহীহাহ হা/২৭৩৫।

خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا 'যদি তিনি তাঁর কবর মসজিদে পরিণত হওয়ার আশংকা ব্যক্ত করে উক্ত কথা না বলতেন, তাহ'লে তাঁর কবর ঘরের বাইরে উন্মুক্ত স্থানে হ'ত'।[৮৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, يُحَذِّرُ مِثْلَ الَّذِى صَنَعُوا 'এর মাধ্যমে ইহূদী-নাছারারা যা করেছে, তা থেকে তিনি স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করেছিলেন' *(আহমাদ হা/২৫৯৫৮)*। উক্ত আশংকায় তিনি মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে যান, হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে পূজার স্থানে পরিণত করো না'।[৯০]

দাফন বাক্বী' গোরস্থানে তাঁর মুহাজির ছাহাবীদের পাশে হবে, না অন্য কোথাও হবে এ নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হ'লে আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন, إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَا قُبِضَ نَبِىٌّ إِلاَّ دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, নবীগণ যেখানে মৃত্যুবরণ করেন, সেখানেই কবরস্থ হন'।[৯১] ফলে সব মতভেদের অবসান হয় এবং তাঁর বিছানা উঠিয়ে সেখানেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়।[৯২] কেননা বাইরে খোলা স্থানে কবর হ'লে সেখানে পূজা হওয়ার আশংকা ছিল।

বিগত উম্মতগুলির ধ্বংসের কারণ :

আল্লাহ বলেন, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا- إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئًا- 'তাদের পরে এলো তাদের অপদার্থ উত্তরসূরীরা। তারা ছালাত বিনষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। ফলে তারা অচিরেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে'। 'কিন্তু তারা ব্যতীত যারা তওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ যুলুম করা হবে না' *(মারিয়াম ১৯/৫৯-৬০)*।

---

৮৯. বুখারী হা/১৩৯০; মুসলিম হা/৫২৯।
৯০. মুওয়াত্ত্বা হা/৫৯৩; আহমাদ হা/৭৩৫২; মিশকাত হা/৭৫০।
৯১. ইবনু মাজাহ হা/১৬২৮; তিরমিযী হা/১০১৮; ছহীহুল জামে' হা/৫৬০৫; তাহযীর ৯-১১ পৃ.।
৯২. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭৫৪ পৃ.।

এখানে তাদের পরে বলতে ‘নবীদের পরে’ বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নবী যুগের পর থেকেই উম্মতের অধঃপতন শুরু হয়। আমরা বর্তমানে সেই অধঃপতন যুগে বাস করছি। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। যেমন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ... ‘তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী ইহূদী-নাছারাদের রীতি-নীতির অনুসরণ করবে বিঘতে-বিঘতে, হাতে-হাতে’...।[৯৩] অর্থাৎ পুরাপুরিভাবে তোমরা বিগত পথভ্রষ্টদের অনুসারী হবে।

যিয়াদ বিন লাবীদ আনছারী (রাঃ) বলেন, একদিন নবী করীম (ছাঃ) ফিৎনা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন, সেটা হবে ইল্ম উঠে যাওয়ার সময়। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিভাবে ইল্ম উঠে যাবে? অথচ আমরা কুরআন পাঠ করি ও আমাদের সন্তানদের কুরআন পাঠ করাই। তারা তাদের সন্তানদের কুরআন শিখাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত। তখন তিনি বললেন, তোমার মৃত্যু হৌক হে যিয়াদ! আমি তোমাকে মদীনার সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্যতম মনে করতাম। তোমার কথাই যদি সত্য হবে, তাহ’লে এইসব ইহূদী ও নাছারারা কি তাওরাত-ইনজীল পড়ে না? অথচ সেখানে যা আছে তার কোনটাই তারা আমল করে না’।[৯৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা তা থেকে কোনরূপ কল্যাণ লাভ করে না’ *(আহমাদ হা/১৭৫০৮)*। অর্থাৎ আমার উম্মতও কুরআন পড়বে। কিন্তু তার উপর তারা আমল করবে না এবং তা থেকে তারা কোন কল্যাণ হাছিল করবে না। আর এটাই হ’ল ইল্ম উঠে যাওয়ার অর্থ। বস্তুতঃ সে যুগে যে বিষয়টি দ্বীন হিসাবে গৃহীত ছিল না, এ যুগে সেটি আদৌ দ্বীন হিসাবে গৃহীত হবে না। অতএব সেযুগে যেহেতু ছবি-মূর্তি ও কবরপূজা ছিল না, সেহেতু এযুগেও তা দ্বীন হিসাবে গৃহীত হবে না। এটাই শেষকথা। আল্লাহ হেদায়াতের মালিক।

উপরের আলোচনায় জানা গেল যে, উম্মতের পথভ্রষ্ট হওয়ার আশংকা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ করেছিলেন। তাই শিরক ও বিদ‘আত থেকে আমাদের আশংকামুক্ত হওয়ার যুক্তি পেশ করা অবাস্তব বৈ কিছু নয়।

---

৯৩. বুখারী হা/৩৪৫৬; মুসলিম হা/২৬৬৯; মিশকাত হা/৫৩৬১।
৯৪. ইবনু মাজাহ হা/৪০৪৮; মিশকাত হা/২৭৭।

ছবি-মূর্তি বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ ও আছারসমূহ পর্যালোচনা

(مراجعة الأحاديث والآثار فى التصاوير التماثيل)

ছবি ও মূর্তির নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে ১ম ভাগে বর্ণিত ২৩টি হাদীছ ও আছার ছাড়াও বহু হাদীছ রয়েছে, যেগুলিতে শাব্দিক পার্থক্য ব্যতীত প্রায় সমস্ত বর্ণনার সারমর্ম এই যে, সকল ধরনের প্রাণীর ছবি হারাম এবং তা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। যার জন্য জাহান্নামের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এখানে ছবি যেকোন ধরনের হ'তে পারে। চাই সে ছবি ছায়াযুক্ত হৌক বা না হৌক। চাই সে ছবি দেওয়ালে বা পাত্রে, কাপড়ে, বিছানায়, ধাতব মুদ্রায় বা কাগজী নোটে থাকুক বা অন্য কিছুতে থাকুক। কেননা নবী করীম (ছাঃ) ছবির নিষেধাজ্ঞা বর্ণনার সময় পৃথক পৃথকভাবে হুকুম বর্ণনা করেননি। বরং তিনি সাধারণভাবে খবর দিয়েছেন যে, 'ক্বিয়ামতের দিন ছবি প্রস্তুতকারীগণ কঠিন আযাবে পতিত হবে এবং প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামী। তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা যেসব ছবি তৈরী করেছিলে, তাতে জীবন দাও' *(বুখারী হা/৭৫৫৭)*। এই সকল ধমকি সব ধরনের ছবিকে শামিল করে। এক্ষণে আবু ত্বালহা ও সাহ্ল বিন হুনাইফ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে 'কাপড়ে অংকিত যে ছবি'র কথা বলা হয়েছে *(নাসাঈ হা/৫৩৪৯)*, সেটি বালিশ বা বিছানার চাদর সম্পর্কে বলা হয়েছে, যা পদদলিত ও হীন করা হয়। যেগুলিকে টাঙিয়ে রাখা হয় না বা সম্মান দেখানো হয় না এবং যেগুলির কারণে গৃহে ফেরেশতা প্রবেশে বাধা হয় না। তবুও আবু ত্বালহা (রাঃ) ঐ বিছানার চাদরটি সরিয়ে দিয়েছিলেন হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য, যা উক্ত হাদীছেই বর্ণিত হয়েছে। অতএব বিষয়টি নিঃসন্দেহে তাক্বওয়া বিরোধী। উক্ত হাদীছকে ছবিযুক্ত কাপড় টাঙানোর পক্ষে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যাবে না। কেননা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ সমূহে ছবিযুক্ত পর্দা টাঙানোর নিষেধাজ্ঞা ও তাকে সরিয়ে দেওয়া বা ছিঁড়ে ফেলা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী হা/২৪৭৯)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে *(তিরমিযী হা/২৮০৬)* এই সকল পর্দা ফেরেশতা প্রবেশে বাধা হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, যতক্ষণ না সেগুলিকে বিছানো হবে বা হীনকর কাজে ব্যবহার করা হবে বা মাথা কেটে ফেলে বৃক্ষের ন্যায় করে ফেলা হবে। এই হাদীছ সমূহে পরস্পরে কোন বিরোধ নেই। বরং একটি আরেকটির পরিপূরক।

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন নেতা বা ভক্তিভাজন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির মাথা সহ আবক্ষ মূর্তি স্থাপন কিংবা উক্তরূপ ছবি গৃহে বা অফিস কক্ষে টাঙিয়ে রাখা এবং ধারণা করা যে, এর মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি প্রাণহীন হয়ে গেছেন। অতএব উক্ত ধরনের মূর্তি, প্রতিকৃতি বা ছবি তৈরী ও তা টাঙানো জায়েয আছে। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ইতিপূর্বে ১ম ভাগে বর্ণিত ১৮ নং হাদীছে *(তিরমিযী হা/২৮০৬)* যার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। কেননা এর দ্বারা ব্যক্তিকে চেনা যায় ও তার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা যায়। অনেকে পিতা-মাতার বা স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের ছবি ঘরে টাঙিয়ে রাখেন- এগুলি থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

বিদ্বানগণের বক্তব্য (أقوال العلماء) :

ছহীহ বুখারীর সর্বশেষ ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.) ফাৎহুল বারীর মধ্যে 'ছবি' বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ সমূহের মধ্যকার সমন্বয় প্রসঙ্গে বিদ্বানগণের বক্তব্য সমূহ উদ্ধৃত করেছেন। যা নিম্নরূপ :

(১) আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছায়াহীন ছবিযুক্ত কাপড় যা পদদলিত করা হয় বা বালিশ-বিছানা ইত্যাদি হীনকর কাজে ব্যবহার করা হয়, এগুলি জায়েয আছে। ইমাম নববী বলেন, এটাই অভিমত হ'ল জমহূর ছাহাবী ও তাবেঈ বিদ্বানগণের এবং সুফিয়ান ছওরী, আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ প্রমুখ বিদ্বানের।[৯৫]

(২) ইবনু হাজার বলেন, ছবি প্রস্তুতকারী ও ব্যবহারকারী দু'জনেই গোনাহগার। তবে ছবি ব্যবহারকারী ব্যক্তি অধিক গোনাহগার।[৯৬]

(৩) ইবনুল 'আরাবী মালেকী (৪৬৮-৫৪৩ হি.) বলেন, ছবি বিষয়ে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, দেহযুক্ত সকল (প্রাণীর) ছবি সর্বসম্মতভাবে হারাম। কিন্তু যদি কাপড়ে অংকিত হয়, তবে সে সম্পর্কে চার ধরনের মতামত রয়েছে : (১) এগুলি সাধারণভাবে জায়েয (২) এগুলি সাধারণভাবে হারাম (৩) প্রাণীর পূর্ণ আকৃতি বিশিষ্ট ছবি হারাম। কিন্তু যদি মাথা কেটে ফেলা হয় এবং অঙ্গাদি পৃথক করে ফেলা হয়, তাহ'লে জায়েয। তিনি বলেন, এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত। (৪) যদি ছবি হীনকর কাজে ব্যবহৃত হয়, তাহ'লে জায়েয। কিন্তু যদি টাঙানো হয়, তাহ'লে নাজায়েয'।[৯৭]

---

৯৫. ফাৎহুল বারী 'পোষাক' অধ্যায়-৭৭, অনুচ্ছেদ-৯১, ১০/৪০১ পৃ.।

৯৬. ঐ, হা/৫৯৫৮-এর ব্যাখ্যা, অনুচ্ছেদ-৯২ ১০/৪০৩ পৃ.।

৯৭. ঐ, অনুচ্ছেদ-৯২, ১০/৪০৫ পৃ.।

(৪) ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, আবু ত্বালহা আনছারী (রাঃ) হ'তে (১ম ভাগে বর্ণিত ১৫ নং) হাদীছে যেখানে 'ছবিযুক্ত কাপড়' জায়েয বলা হয়েছে *(বুখারী হা/৫৯৫৮)* এবং আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ছবি নিষিদ্ধের (৯ নং) হাদীছ *(বুখারী হা/৫৯৬১)*-এর মধ্যে সমন্বয়ের পথ এই যে, আবু ত্বালহা বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রাণী নয় এমন বস্তু বা বৃক্ষ-লতা ইত্যাদির ছবি বুঝানো হয়েছে'। তাছাড়া এটি প্রাণীর ছবিযুক্ত পর্দা টাঙানো নিষিদ্ধের পূর্বেকার হ'তে পারে'। যেটি আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে *(বুখারী হা/৫৯৫৩)* এসেছে।[৯৮] অর্থাৎ গবর্ণর মারওয়ানের বাড়ীর প্রবেশমুখে দেওয়ালের উপরে অংকিত ছবির বিরোধিতা করে তিনি একে 'আল্লাহ্র সৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল' বলে রাসূল (ছাঃ)-এর যে নিষেধাজ্ঞামূলক ২ ও ৩ নং হাদীছটি *(বুখারী হা/৭৫৫৯, ৫৯৫৩)* বর্ণনা করেন। যা সকল প্রকার ছবিকে শামিল করে।

(৫) ইমাম খাত্ত্বাবী (৩১৯-৩৮৮ হি.) বলেন, যে ছবির কারণে গৃহে ফেরেশতা প্রবেশ করে না এবং যা প্রস্তুত করা ও সংরক্ষণ করা নিষিদ্ধ, তা হ'ল ঐসব ছবি যাতে প্রাণ রয়েছে, যার মাথা কাটা হয়নি অথবা যা হীনভাবে ব্যবহার করা হয়নি। তিনি বলেন, কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে ছবি প্রস্তুতকারীর জন্য। কেননা ছবি পূজিত হয়ে থাকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে। ছবির দিকে দৃষ্টি দিলে মানুষ ফিৎনায় পতিত হয় এবং কোন কোন হৃদয় ঐদিকে প্রণত হয়ে পড়ে'।[৯৯]

(৬) ছহীহ মুসলিমের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ইমাম নববী অনুরূপ মর্মে মুসলিম শরীফের অধ্যায় রচনা করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

بابُ تحريمِ تصويرِ صورةِ الحيوانِ وتحريمِ اتّخاذِ ما فيه صورةٌ غيرُ مُمْتَهَنَةٍ بالفَرْشِ و نَحْوِهِ وأَنَّ الملآئكةَ عليهِمُ السلامُ لا يَدْخُلون بيتاً فيه صورةٌ او كلبٌ-

'প্রাণীর ছবি প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ বিষয়ে, বিছানা বা অনুরূপ হীনকর কাজে ব্যবহৃত নয় এমন ছবি নিষিদ্ধ বিষয়ে এবং ফেরেশতাগণ ঐসব গৃহে প্রবেশ

---

৯৮. ঐ।
৯৯. ফাৎহুল বারী, অধ্যায়-৭৭, অনুচ্ছেদ-৮৯, ১০/৩৯৭ পৃ.।

করেন না যেখানে ছবি অথবা কুকুর রয়েছে, উক্ত বিষয়ের অনুচ্ছেদ'।[১০০] এক্ষণে আমরা দেখব আধুনিক যুগের বিদ্বানগণ এ বিষয়ে কি বলেছেন।-

সাইয়িদ সাবিক্ব -এর বক্তব্য (قول السيد السابق) **:**

আধুনিক মিসরীয় বিদ্বান সাইয়িদ সাবিক্ব (১৩৩৫-১৪২০ হি./১৯১৫-২০০০ খৃ.) 'ছবি' সম্পর্কিত সমস্ত হাদীছের বক্তব্যকে নিম্নরূপে ভাগ করেছেন : (১) দেহ বিশিষ্ট সকল প্রাণীর ছবি ও মূর্তি তৈরী করা হারাম। চাই সেটা মানুষের হৌক, পশুর হৌক বা পাখির হৌক। এগুলি বাড়ীতে রাখা ও সংরক্ষণ করা নিষিদ্ধ এবং এগুলি ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যার প্রাণ নেই, তার ছবি বা প্রতিকৃতি জায়েয আছে। যেমন বৃক্ষ-লতা, ফল-মূল ইত্যাদি। (২) বাচ্চাদের খেলনা-মূর্তি তৈরী করা ও বেচাকেনা জায়েয। (৩) ছায়াহীন ছবি যেমন দেওয়ালে, ধাতব পদার্থের গায়ে, কাপড়ে, পর্দায় বা ক্যামেরায় তোলা ছবি সবই জায়েয। এগুলি ইসলামের প্রথম অবস্থায় নিষিদ্ধ ছিল। পরে অনুমতি দেওয়া হয়। নিষিদ্ধের দলীল হিসাবে তিনি আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ সমূহ এবং অনুমতির দলীল হিসাবে আবু ত্বালহা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ, যেখানে ছবিযুক্ত কাপড় পরিধানের অনুমতি রয়েছে *(মুসলিম হা/২১০৬)* ও আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ পেশ করেছেন। যেখানে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আয়েশাকে ছবিযুক্ত পর্দা সরিয়ে দিতে বলেন। কারণ সেদিকে দৃষ্টি পড়লে দুনিয়া স্মরণ হয়। কিন্তু আয়েশা (রাঃ) উক্ত নকশাদার কাপড় পরিধান করতেন, তা কর্তন করেননি *(নাসাঈ হা/৫৩৫৩)*। এ প্রসঙ্গে তিনি হানাফী বিদ্বান ইমাম ত্বাহাভীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। ত্বাহাভী (৮৫৩-৯৩৫ হি.) বলেন, 'প্রথম দিকে সকল প্রকার ছবি নিষিদ্ধ ছিল। কেননা তখন লোকেরা মূর্তিপূজা থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত নতুন মুসলমান ছিল। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবশ্যক বোধে ছবিযুক্ত কাপড় ব্যবহারের অনুমতি দেন এবং যেগুলি হীনকর কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে যেগুলি হীনকর কাজে ব্যবহার করা হয় না, সেগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা পূর্বের ন্যায় বহাল থাকে'।[১০১]

---

১০০. ছহীহ মুসলিম (বৈরূত : দারুল ফিক্র ১৪০৩/১৯৮৩) 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায়-৩৭, অনুচ্ছেদ-২৬।

১০১. সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো : আল-ফাৎহু লিল আ'লামিল 'আরাবী, ৫ম সংস্করণ ১৪১২/১৯৯২) 'ছবি' অধ্যায় ২/৪৪-৪৬ পৃ.।

আমরা বলি, সাইয়িদ সাবিক্ব-এর ছায়াহীন ছবি জায়েয বলার বিষয়টি সর্বাবস্থায় সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা রাবী আবু ত্বালহা (রাঃ) নিজেই ছবিযুক্ত বিছানা সরিয়ে দিয়েছেন হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য *(নাসাঈ হা/৫৩৪৯)* এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছবিযুক্ত পর্দা হটিয়েছেন দুনিয়া স্মরণ হওয়া থেকে বাঁচার জন্য *(নাসাঈ হা/৫৩৫৩)*। এ থেকে ঢালাওভাবে সর্বাবস্থায় ছবি জায়েয হওয়া বুঝায় না। কেবলমাত্র বাধ্যগত অবস্থায় এবং হীনকর কাজে জায়েয হ'তে পারে। আর ছবিযুক্ত পর্দা টাঙানো সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ।

প্রাণীর খেলনা (لعب ذي روح) :

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবূক অথবা খায়বর যুদ্ধ হ'তে বাড়ী ফেরেন। তখন বাড়ীর সম্মুখে দরজায় একটি পর্দা টাঙানো ছিল। বাতাসে তার একপাশ সামান্য সরে গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আয়েশা! এসব কি? তিনি বলেন, এসব আমার মেয়ে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেলনাগুলির মাঝখানে একটি ঘোড়া দেখলেন, যার দু'টি নকশাওয়ালা ডানা রয়েছে, তিনি বললেন, এদের মাঝে এটা কি দেখছি? আয়েশা বললেন, ঘোড়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এর উপরে এ দু'টি কি? তিনি বললেন, ডানা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঘোড়ার আবার দু'টি ডানা? তিনি বললেন, আপনি কি শোনেননি যে, সুলায়মান (আঃ)-এর একটি ঘোড়া ছিল, যার অনেকগুলি ডানা ছিল? আয়েশা (রাঃ) বলেন, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেসে ফেলেন, তাতে আমি তাঁর মাড়ির দাঁত সমূহ দেখতে পেলাম'।[১০২]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছ দ্বারা মেয়েদের পুতুল খেলা জায়েয সাব্যস্ত হয় এবং ছবি সম্পর্কে সাধারণ নিষেধাজ্ঞা থেকে এটিকে খাছ করা হয়। ক্বাযী আয়ায (৪৭৬-৫৪৪ হি.) এ বিষয়ে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেন ও এটিকে জমহূর বিদ্বানগণের অভিমত বলে উল্লেখ করেন। তাঁরা মেয়েদের গৃহস্থালী প্রশিক্ষণের জন্য পুতুল খেলা জায়েয বলেন। কোন কোন বিদ্বান একে 'মানসূখ' বা হুকুম রহিত বলেন। ইবনু বাত্ত্বাল (মৃ. ৪৪৯ হি.) এদিকেই ঝুঁকেছেন।... খাত্ত্বাবী বলেন, মেয়েদের খেলনা-পুতুল ছবি বিষয়ে সাধারণ নিষেধাজ্ঞার বাইরের বস্তু। তাছাড়া আয়েশার জন্য অনুমতি এজন্য ছিল যে, তখন তিনি নাবালিকা ছিলেন। ইবনু হাজার বলেন, এটি

---

১০২. আবূদাঊদ হা/৪৯৩২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়-৩৫, অনুচ্ছেদ-৬২; বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৬১৩০-এর ব্যাখ্যা, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়-৭৮, অনুচ্ছেদ-৮১, ১০/৫৪৩।

দৃঢ়ভাবে বলা যাবে না। কেননা (৭ম হিজরীতে) খায়বর যুদ্ধের সময় আয়েশার বয়স ছিল ১৪ বছর এবং (৯ম হিজরীতে) তাবূক যুদ্ধের সময় নিঃসন্দেহে তার চেয়ে বেশী ছিল।[১০৩]

মুহাম্মাদ বিন জামীল যায়নূর বক্তব্য (قول محمد بن جميل زينو) :

আধুনিক সিরীয় বিদ্বান মুহাম্মাদ বিন জামীল যায়নূ (১৩৪৪-১৪৩১ হি./১৯২৫-২০১০ খৃ.) বলেন, আয়েশা বাড়ীতে মাটি দিয়ে নিজ হাতে এই পুতুল বানিয়েছিলেন। অতএব এভাবে মাটির পুতুল বানিয়ে তাকে কাপড় পরানো ও সেবা-যত্ন করার মাধ্যমে মেয়েরা ভবিষ্যতে সন্তান পালনের প্রশিক্ষণ নিতে পারে। এতে দোষ নেই। কিন্তু এই অজুহাতে বাজার থেকে বিভিন্ন প্রাণীর খেলনা পুতুল কিনে আনা জায়েয নয়। কেননা এটি একে তো অপচয়, দ্বিতীয়তঃ যদি বিদেশী কোম্পানীর খেলনা হয়, তবে তা আরো নিষিদ্ধ। কেননা এই সুযোগে মুসলমানের পয়সা অমুসলিম দেশ সমূহে চলে যায়।[১০৪]

শায়খ বিন বায (রহঃ)-এর বক্তব্য (قول الشيخ بن باز رحـــ) :

সঊদী আরবের সাবেক প্রধান মুফতী শায়খ আবদুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হি./১৯১০-১৯৯৯ খৃ.) বলেন, খেলনা-পুতুল থেকে বিরত থাকাই সর্বাধিক নিরাপদ (الأَحْوَطُ)। কেননা এখানে দু'টি সন্দেহযুক্ত বিষয় রয়েছে। (১) আয়েশার অনুমতি দেওয়ার ঘটনাটি ছবি-মূর্তি নিষিদ্ধ হওয়ার এবং এগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার সাধারণ নির্দেশের পূর্বের ঘটনা (২) অথবা এটি নিষেধাজ্ঞা বহির্ভূত একটি খাছ বিষয়। কেননা পুতুল খেলা এক ধরনের হীনকর কাজ। দু'টিকেই দু'দল বিদ্বান সমর্থন করেছেন। সেকারণ সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য এগুলি থেকে বিরত থাকাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, دَعْ ما يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ 'তুমি সন্দিগ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করে নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হও'।[১০৫]

---

১০৩. ফাৎহুল বারী 'শিষ্টাচার' অধ্যায়-৭৮, অনুচ্ছেদ-৮১, ১০/৫৪৪।

১০৪. মুহাম্মাদ বিন জামীল যায়নূ, তাওজীহাত ইসলামিয়াহ (মক্কা মুকাররমা: পরিবর্ধিত ৫ম সংস্করণ, তাবি) পৃ. ১১২।

১০৫. নাসাঈ হা/৫৭১১; তিরমিযী হা/২৫১৮, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৭৭৩ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/২৬৫৩, ৬/১০ পৃ.।

তিনি আরও বলেন, وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ ‘যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বিষয়ে পতিত হ’ল, সে ব্যক্তি হারামে পতিত হ’ল’।[১০৬]

আমরা মনে করি, শায়খের উক্ত বক্তব্য সর্বাধিক বিশুদ্ধ। অতএব যেসব পিতা-মাতা ও ভাই-বোন বাজার থেকে কুকুর-বিড়াল, কবুতর ও বিভিন্ন প্রাণীর খেলনা-পুতুল কিনে এনে বাচ্চাদের উপহার দেন ও শোকেস ভরে রাখেন এবং প্রাণীর মাথাওয়ালা জামা-গেঞ্জি কিনে এনে বাচ্চাদের পরান, তারা সাবধান হৌন! কেননা এর ফলে তিনি বাচ্চার নিষ্পাপ হৃদয়ে মূর্তির ছবি এঁকে দিলেন এবং তার প্রতি আসক্তি সৃষ্টি করে দিলেন। যা তাকে পরবর্তী জীবনে শিরকের প্রতি ঘৃণার বদলে ভালোবাসা সৃষ্টি করবে। অথবা ঘৃণাকে দুর্বল করে দিবে। তখন দায়ী কেবল বাচ্চা হবে না, তার পিতা-মাতাও হবেন। আর এসব ছবিওয়ালা পোষাক প্রস্তুতকারী ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানগুলি আরো বেশী দায়ী হবে। এর দ্বারা উপার্জিত তাদের আয়-রোজগার হারাম হবে। কেননা এর দ্বারা তারা অন্যায় কাজে সাহায্য করছেন। যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রাণীর মাথা বিশিষ্ট ছবি (صورة التمثال مع الرأس) **:**

প্রাণীর মাথাা বিশিষ্ট ছবি সর্বাবস্থায় হারাম। চাই তা পূর্ণদেহী হৌক বা অর্ধদেহী হৌক। ১৮ নং হাদীছে *(তিরমিযী হা/২৮০৬)* স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাণীর ছবির মাথা কেটে ফেলে তাকে বৃক্ষের ন্যায় বা অনুরূপ কিছুতে রূপান্তরিত করতে হবে। এক্ষণে মানবদেহের নীচের অংশ কেটে ফেলে উপরাংশের ছবি তৈরী করা ও তা সসম্মানে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা বা দর্শনীয় স্থানে স্থাপন করা নিঃসন্দেহে হারাম এবং তা ফেরেশতা আগমনের প্রতিবন্ধক। অতএব এইরূপ কোন ছবি প্রস্তুত ও ব্যবহার শরী‘আতে নিষিদ্ধ। এই ছবি ছায়াযুক্ত হৌক বা না হৌক তাতে কিছুই যায় আসে না। কেননা অংকিত বা নির্মিত কিংবা ক্যামেরায় তোলা ছবি সবকিছুর প্রতিক্রিয়া একই। এই ছবি বা মূর্তি যদি কোন ভক্তিভাজন ব্যক্তির হয়, তাহ’লে সেটা আরও কঠিন পাপের বিষয় হবে। ঐ ভক্তির চোরাগলি দিয়েই শিরক প্রবেশ করবে। যেমন পৃথিবীর আদি যুগে শিরক এভাবেই

১০৬. বুখারী হা/৫২; মুসলিম হা/১৫৯৯; মিশকাত হা/২৭৬২ ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/২৬৪১, ৬/৪ পৃ.; শায়খ বিন বায, ফী হুকমিত তাছভীর ২২-২৩ পৃ.।

প্রবেশ করেছিল শ্রদ্ধাভাজন ধর্মনেতাদের মূর্তি পূজার মাধ্যমে হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগে এবং তার পর থেকে সকল নবীর যামানায়।
জাহেলী যুগে পরলোকগত সৎলোকদের মূর্তিতে ভরে গিয়েছিল পবিত্র কা'বাগৃহ। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এগুলিকে বের করে কা'বাগৃহকে শিরক মুক্ত করেই সেখানে আল্লাহ্র একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন। বর্তমানে আমরা ফেলে আসা সেই জাহেলিয়াতকেই আবার আমাদের ঘরে, অফিসে ও বৈঠকখানায় স্থাপন করছি এবং সম্মানিত সকল স্থানে ও শোকেসে ভর্তি করছি। নির্দিষ্ট স্থানে কিংবা ছবি ও প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে অথবা অন্য স্থানে তার বিদেহী আত্মার সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি। বিগত দিনের ফেলে আসা শিরক বিভিন্নরূপে আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমনকি দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ভবনে ও আইন সভার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সসম্মানে স্থান করে নিয়েছে। এরপরেও আমাদের দাবী আমরা 'তাওহীদবাদী' মুসলমান।

যেসব ছবি অনুমোদন যোগ্য (الصور المرخصة) :

১. বৃক্ষ-লতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, কা'বাগৃহ, মসজিদে নববী, বায়তুল আক্বছা বা অনুরূপ পবিত্র স্থান সমূহের ছবি, যদি তাতে কোন প্রাণীর ছবি না থাকে। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) জনৈক শিল্পীকে বলেন, যদি তুমি নিতান্ত ই ছবি প্রস্তুত করতে চাও, তবে বৃক্ষ-লতার ছবি অংকন কর অথবা ঐসব বস্তুর ছবি, যাতে প্রাণ নেই'।[১০৭]

আজকাল বিভিন্ন মসজিদে ক্বিবলার দিকে সম্মানের উদ্দেশ্যে কা'বাগৃহের ও মাসজিদুল হারামের খাম্বা সমূহের বিশাল ছবি ও টাইল্স লাগানো হচ্ছে, যা অবশ্যই নাজায়েয। এগুলি মুছল্লীর নযর কাড়ে এবং তাকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল করে। বহু মসজিদে ক্বিবলার দিকে 'আল্লাহ' 'মুহাম্মাদ' লেখা টাইল্স লাগাতে দেখা যায়। ভাবখানা এই, যেন মুসলমান মসজিদে এসে দুই উপাস্যের ইবাদত করে *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

কোন কোন মসজিদে 'আল্লাহ' 'মুহাম্মাদ' লেখা টাইল্স চার দেওয়ালে সর্বত্র লাগানো হয় বরকত মনে করে। অথচ এতে বরকত হয় না। বরং গোনাহ হয়। এইসব লেখকরা এবং টাইল্সের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের মতোই দায়ী হবেন। কোন মসজিদে এগুলি থাকলে এখুনি ভেঙ্গে

১০৭. মুসলিম হা/২১১০ 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায়-৩৭, অনুচ্ছেদ-২৬; মিশকাত হা/৪৪৯৮; বুখারী হা/২২২৫; মিশকাত হা/৪৫০৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ ৪২৯৯, ৪৩০৮।

নাম ও ছবিহীন সাধারণ টাইল্‌স লাগাতে হবে। এতদ্ব্যতীত মসজিদের ভিতরে বা বাইরে কোথাও কালেমা বা কুরআনের আয়াতসমূহ লেখা যাবে না। রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদে এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। অনেকের বাড়ীতে বরকত মনে করে সূরা ইয়াসীন, আয়াতুল কুরসী, চার কুল বা অন্যান্য আয়াত সমূহ লিখিত বিশালাকৃতির ওয়ালম্যাট দেওয়াল জুড়ে টাঙিয়ে রাখা হয় অথবা পিতলের থালা বা কড়ে মাটির পাত্রে লিখে শোকেসে সাজিয়ে রাখা হয়। কেউবা টেবিলে রাখেন। কোন কোন সৈনিক যুদ্ধের সময় ছোট কুরআন গলায় ঝুলিয়ে রাখেন। কেউবা গাড়ীর মাথায় বড় করে আরবীতে 'আল্লাহ' কেউবা গাড়ীর সামনে 'আল্লাহ' 'মুহাম্মাদ' 'কালেমা শাহাদত' 'আয়াতুল কুরসী' বা 'দো'আ ইউনুস' লিখিত প্লেট ও তাসবীহমালা ঝুলিয়ে রাখেন। ধারণা এই যে, আল্লাহ্‌র কালাম তাঁকে বিপদ থেকে বাঁচাবে। অথচ এগুলি হ'ল পড়ার জিনিস, ঝুলানোর জিনিস নয়। কেউ কেউ কালেমা লিখিত শো-বক্স দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখেন। যা জ্বলে ও নিভে। কেউবা কাষ্ঠ খচিত কালেমা, কেউবা মুহাম্মাদের নৌকায় আল্লাহ্‌র মাস্তুল ও হাল ধরার ছবি ঘরে রাখেন। এসবই ছবি-মূর্তির নানান রূপ। এগুলি হ'তে বিরত থাকতে হবে।

মনে রাখা আবশ্যক যে, কালেমা বা কুরআনের আয়াত সমূহ পাঠ করার ও সেমতে আমল করার বিষয়, দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখার, গলায় ঝুলিয়ে রাখার বা শোকেসে সাজিয়ে রাখার বিষয় নয়। এতে আল্লাহ্‌র কালামকে অপমান করা হয় এবং এই অন্যায় ব্যবহারের কারণে মালিককে অবশ্যই গোনাহগার হ'তে হবে।

২. মাথাকাটা ছবি, যা বৃক্ষের ন্যায় হয়ে যাবে। জিব্রীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১০৮] আজকাল বিভিন্ন দোকানে মাথাওয়ালা ও মাথাকাটা পূর্ণদেহী মানব মূর্তি শোভা পাচ্ছে। যা নিঃসন্দেহে হারাম।

৩. পাসপোর্ট, ভিসা, আইডেন্টিটি কার্ড, লাইসেন্স, প্রবেশপত্র, পলাতক আসামী ধরার জন্য, গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড রাখার জন্য ইত্যাদি বাধ্যগত ও যরূরী কারণে ছবি তোলা যাবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬; বাক্বারাহ ২/২৩৩, ২৮৬)*।

ছবি ও মূর্তির ক্ষতিকর দিক সমূহ (الجوانب المضرة للصور و التماثيل) :

ইসলাম কোন বস্তু ক্ষতির কারণ ব্যতীত নিষিদ্ধ করেনি। যে ক্ষতি ধর্মীয়, চারিত্রিক, আর্থিক বা অন্য যেকোন দিকের হ'তে পারে। তবে সত্যিকারের

১০৮. আবুদাঊদ হা/৪১৫৮; ফাৎহুল বারী হা/৫৯৬০-এর ব্যাখ্যা, ১০/৪০৬ পৃ.।

মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধের সম্মুখে বিনা বাক্য ব্যয়ে মাথা নত করবেন এটাই স্বাভাবিক। যদিও তিনি সব সময় কারণ জানতে পারেন না। এক্ষণে ছবি ও মূর্তির প্রধান প্রধান ক্ষতিকর দিক সমূহ নিম্নে আলোচিত হ'ল :

(১) **দ্বীন ও আক্বীদাগত ক্ষতি (النقصان الديني والعقائدي) :** মানুষ তার বিশ্বাস অনুযায়ী কর্ম করে থাকে। আর এই বিশ্বাসগত পার্থক্যের কারণেই মানব জাতি অসংখ্য ধর্ম ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ তার সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র একক আনুগত্যের উপরে বিশ্বাসী একটি বৃহৎ মানব সম্প্রদায়ের নাম। তারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টির উপাসনা ও তার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করে না। মুশরিক সম্প্রদায়ের সাথে তাদের আক্বীদাগত পার্থক্য এখানেই। কিন্তু ছবি ও মূর্তি মুসলমানদের এই আক্বীদার উপরে আঘাত হানে। হাতে গড়া ছবি ও মূর্তির দৃশ্যমান সত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে সে মহাশক্তিধর অদৃশ্য সত্তা আল্লাহকে ভুলে যায়। তাঁর স্মরণ ও তাঁর বিধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের বিষয়টি গৌণ হয়ে যায়। আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুল করার মাধ্যমে যে অজেয় মানসিক শক্তি সে অর্জন করত, তা থেকে সে বঞ্চিত হয়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের যুদ্ধ সমূহে সংখ্যাগুরু মুশরিকশক্তি পরাজয় বরণ করত সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিষ্কলুষ ঈমানী শক্তির কাছে, তাদের অস্ত্রশক্তির কাছে নয়। বদর বিজেতা সেনাপতি মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* তাঁর ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর সাথীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এই বলে যে, قُوْمُوْا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ 'দাঁড়িয়ে যাও তোমরা জান্নাতের পানে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত'।[১০৯] অথচ সেই মুসলমানরা ১৯৬৭ সালের ফিলিস্তীন যুদ্ধে ইহূদীদের বিরুদ্ধে সৈন্য পারিচালনার সময় নির্দেশ দেয়, سِيْرُوْا لِلْأَمَامِ فَإِنَّ مَعَكُمُ الْمُطْرِبَةُ فُلاَنَةُ وَفُلاَنَةُ، 'তোমরা সম্মুখে এগিয়ে চল! তোমাদের সঙ্গে আছে অমুক অমুক গায়িকা ও নর্তকী'।[১১০] ফলাফল ছিল লজ্জাকর পরাজয়।

---

১০৯. মুসলিম হা/১৯০১; মিশকাত হা/৩৮১০ 'জিহাদ' অধ্যায়।
১১০. মুহাম্মাদ বিন জামীল যায়নূ, তাওজীহাত ইসলামিয়াহ (মক্কা মুকাররমা, ৫ম সংস্করণ, তারিখ বিহীন) পৃ. ১০৯।

এই পরাজয়ের ফলে ফিলিস্তীন ভূখণ্ডের একটি বিরাট অংশ, মিসরের সিনাই উপত্যকা এবং সিরিয়ার গোলান মালভূমি ইসরাঈলী দখলে চলে যায়। যা আজও সেভাবেই রয়েছে। এখনও তারা মার খেয়েই চলেছে।

অথচ এত মার খেয়েও ফিলিস্তীনের নির্যাতিত মুসলমানেরা ইয়াসির আরাফাতের, ইরানের মুসলমানেরা খোমেনীর ও ইরাকের মুসলমানেরা সাদ্দামের ছবি নিয়ে মিছিল করছে। মিসরীয় মুসলমানরা কায়রোর প্রধান ফটকে (ميدان باب الحديد) ফেরাঊনের বিশাল মূর্তি স্থাপন করে তাকে জাতীয় বীরের মর্যাদা দিচ্ছে ও তার থেকে প্রেরণা হাছিল করছে। যা 'রেমেসীস ময়দান' (ميدان رمسيس) নামে খ্যাত।[১১১] আল্লাহ্র উপরে তারা ভরসা করতে পারে না। হারানো ঈমানী শক্তি তারা আজও ফিরে পেল না।

বাংলাদেশের মুসলমানেরা তাদের মৃত রাজনৈতিক নেতা ও কথিত পীর-আউলিয়াদেরকে তাদের প্রেরণার উৎস বলে ধারণা করে। তাদের কবর ও ছবিকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করে। নিজ গৃহে, বৈঠকখানায় ও অফিসে তা টাঙিয়ে রাখে। সেখানে সসম্মানে দাঁড়িয়ে থাকে ও তাকে মাল্যভূষিত করে। ছবি না থাকলেও তার স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করে। বিশেষ বিশেষ সময়ে তাদের কবরে গিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করে। সুযোগমত তাদের ছবি নিয়ে মিছিল করে। ফলে দেশ-বিদেশের মূর্তিপূজারীদের সাথে আজ দেশের কবরপূজারী, ছবি, স্মৃতিস্তম্ভ, ভাস্কর্য, মিনার, সৌধ ও অগ্নিপূজারী মুসলমানদের কোনই পার্থক্য নেই। তাদের লালিত তাওহীদ বিশ্বাসের অজেয় প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে তা আজ মুশরিকদের পদাবনত হয়েছে। অথচ তারা জানেনা যে, প্রয়োজনীয় বৈষয়িক শক্তি অর্জনের পর কেবলমাত্র নিখাদ ঈমানী শক্তিই তাদেরকে বিজয়ী করতে পারে আল্লাহ্র গায়েবী মদদের মাধ্যমে।

(২) চারিত্রিক ক্ষতি (النقصان الْخُلُقِي) : একথা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যেকোন দেশের যুব চরিত্র ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল 'ছবি'। রাস্তার ধারে, অফিসে-দোকানে, ঘরে-বৈঠকখানায়, পত্র-পত্রিকায়, সিনেমা-টেলিভিশনে, ভিসিপি-ভিসিআরে, সিডি-কম্পিউটারে, মোবাইলে-

১১১. মুহাম্মাদ সালামাহ জাবার, তারীখুল আম্বিয়া (কুয়েত : মাকতাবা ছাহওয়া, ১ম সংস্করণ ১৪১৩/১৯৯৩) ১/১৩৭ পৃ.।

ল্যাপটপে সর্বত্র আজ সাদা ও নীল ছবির ছড়াছড়ি। বিশেষ করে কল্পনায় আঁকা কিংবা বাস্তবে তন্বী নারীদের ও বিখ্যাত নায়িকাদের অর্ধ উলঙ্গ ছবি ও যৌনোদ্দীপক অঙ্গ-ভঙ্গিমাসর্বস্ব পোষ্টার ও বিজ্ঞাপন সমূহ আজ উঠতি বয়সের তরুণদের চরিত্র দ্রুত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে ঐসব নোংরা ছবির দংশনে বিষদুষ্ট হয়ে প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বদা অসংখ্য পাপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। যা নারী-পুরুষের স্বাস্থ্য ও চরিত্র দুই-ই ধ্বংস করে দিচ্ছে। অথচ এসব কিছুরই মূল উৎস হ'ল ছবি ও মূর্তি।

(৩) আর্থিক ক্ষতি (النقصان المالي) : ছবি, মূর্তি, ভাস্কর্য, স্মৃতিসৌধ, স্মৃতিস্তম্ভ, শহীদ মিনার, প্রতিকৃতি, তৈলচিত্র, ছায়াচিত্র, স্থিরচিত্র, চলচ্চিত্র, রঙিন চিত্র ইত্যাদি হরেক রকম চিত্রের আর্থিক ক্ষতি অকল্পনীয়। এইসব ছবি ও মূর্তি তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণে পারিবারিক ও জাতীয় বাজেটের একটি বিরাট অংশ ব্যয় হয়ে যায় একেবারেই অনর্থক ও বাজে খরচ হিসাবে। 'অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' *(ইসরা ১৭/২৭)*। অথচ শয়তানের রাস্তায় ব্যয়িত এইসব অপচয় বন্ধ করে যদি দারিদ্র্য বিমোচনে তা ব্যয় করা হ'ত, তাহ'লে পৃথিবীর কোন দেশেই দরিদ্র লোকের সন্ধান পাওয়া যেত কি-না সন্দেহ। 'ছবি' এখন প্রচারের প্রধান বাহনে পরিণত হয়েছে। খেলোয়াড়, অভিনেতা-অভিনেত্রী এমনকি অনেক ধর্মনেতাও এখন অর্থের বিনিময়ে পণ্য প্রচারের বাহনে পরিণত হয়েছেন। তাদের অনেকের ছবি সম্বলিত বিলবোর্ড রাস্তার দু'ধারে শোভা পাচ্ছে ও বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে। যাতে দৈনিক কোটি কোটি টাকার অপচয় হচ্ছে। অথচ দুখী মানুষের জন্য কাউকে খরচ করতে দেখা যায় না।

(৪) সামাজিক ক্ষতি (النقصان الإجتماعي) : নেতা-নেত্রীদের ছবি টাঙানো, পোষ্টার লাগানো কিংবা সম্মান-অসম্মান নিয়ে সমাজে প্রায়শঃ হিংসা-হানাহানি ও মারামারি লেগে আছে। প্রতি বছরে কেবল ছবির কারণে মারামারিতেই বহু নেতা-কর্মীর জীবনহানি ঘটে। অনেকে চির পঙ্গুত্ব বরণ করে। অনেকে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়, অনেকে মিথ্যা মামলা ও জেল-যুলুমের শিকার হয়। এমনকি খোদ নেতা-নেত্রীদের বিশাল মূর্তিও লাঞ্ছিত হয়। রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট নেতা লেনিনের ৭২ টন ওযনের পিতলের বিশাল মূর্তি বিধ্বস্ত হয়েছে তারই জনগণের হাতে। চীনের কম্যুনিষ্ট নেতা মাও সে তুং-য়ের ছবি তার দেশের জনগণ আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্থাপিত

বহু সম্মানিত ব্যক্তির মূর্তির মাথায় ও দেহে দৈনিক হাযারো পশু-পক্ষী পেশাব-পায়খানা করছে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি সমূহ তাদের ভক্ত ও শত্রুদের মাধ্যমে দৈনিক পূজিত ও পদদলিত হচ্ছে। এভাবে ছবি ও মূর্তির দুর্দশা দেখার পরেও ছবির সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষতি বুঝতে কারু বাকী থাকার কথা নয়। ছবি ও মূর্তি নিষিদ্ধ বিষয়ে ইসলামের সিদ্ধান্ত তাই নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান সম্মত ও অতীব দূরদর্শিতাপূর্ণ।

ছবি ও মূর্তি থেকে বেঁচে থাকার উপকারিতা

(فائدة الإحتياط من التصاوير والتماثيل)

(১) ছবি ও মূর্তি শিরকের বাহন। তাই এগুলি থেকে বিরত থাকতে পারলে জাতির একক ভক্তি ও উপাসনা কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত হবে ও মানুষ শিরকের মহাপাতক হ'তে রক্ষা পাবে। তার জান্নাতের রাস্তা খোলাছা হবে।

(২) এগুলি তৈরীতে বছরে কোটি কোটি টাকার অপচয় হ'তে জাতি বেঁচে যাবে।

(৩) নীল ও পর্ণো ছবির আবশ্যিক কুফল হ'তে মুক্ত হয়ে যুব চরিত্রের নৈতিক মান উন্নত হবে। ভঙ্গুর স্বাস্থ্য ও যৌনরোগ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাস্থ্যবান জাতি গঠিত হবে।

(৪) মন্দ চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে জাতি উন্নত চিন্তায় অভ্যস্ত হবে।

(৫) সম্মানিত ব্যক্তিগণ অসম্মানের হাত থেকে রেহাই পাবেন ও ভক্তদের অন্তরে তাঁদের স্মৃতি চির জাগরূক হয়ে থাকবে।

(৬) পারস্পরিক হানাহানি ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে ও ছবির কারণে জীবনহানি থেকে সমাজ মুক্তি পাবে।

ছবি ও মূর্তি কি পৃথক বস্তু?

هل التصاوير والتماثيل شيئان متفرقان؟

অনেকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মূর্তি ভেঙ্গে ছিলেন। অতএব মূর্তি হারাম হ'লেও ছবি হারাম নয়। তাদের এই যুক্তি ধোপে টিকবে না। কারণ ১ম ভাগে ২১ নং হাদীছে *(ছহীহাহ হা/৯৯৬)* বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-এর মক্কা

বিজয়ের দিন কা‘বাগৃহের মধ্যকার ছবি সমূহ ভিজা কাপড় দিয়ে মুছে পরিষ্কার করার ঘটনা তার বাস্তব প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেমন মূর্তি ভেঙ্গেছিলেন, তেমনি ছবিযুক্ত পর্দা ছিঁড়েছিলেন ও পদদলিত করেছিলেন। এমনকি আলী (রাঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন মদীনা শহরের সকল ছবি-মূর্তি নিশ্চিহ্ন করে দিতে। আজও যদি দেশের সরকার রাস্তায় টাঙানো বড় বড় ছবির বিলবোর্ড, সিনেমার ল্যাংটা ও মারদাঙ্গা ছবিগুলো ও পর্ণো ছবিওয়ালা বই-পত্রিকাগুলো বন্ধ বা ধ্বংস করতে পারতেন, তাহ’লে অন্ততঃ রাসূল (ছাঃ)-এর একটি হুকুম পালন করে তারা যেমন অশেষ ছওয়াবের অধিকারী হ’তেন, তেমনি জাতি ও সমাজ সাক্ষাৎ ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যেত। একা আলী (রাঃ) যে কাজ করতে পেরেছিলেন, দেশের গোটা সরকার কি সে কাজটুকু করার ক্ষমতা রাখেন না?

কবরবাসী ও ছবি-মূর্তি কি শুনতে পায়?

هل يسمع المقبـــور والتماثـــيل؟

নিঃসন্দেহে এরা শুনতে পায় না। যেমন আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ– ‘নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃত ব্যক্তিকে এবং শুনাতে পারো না কোন বধিরকে, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়’ *(নমল ২৭/৮০)*। তিনি আরও বলেন,وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ‘আর তুমি কোন কবরবাসীকে শুনাতে পারো না’ *(ফাত্বির ৩৫/২২)*। ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ– ‘এইসব মূর্তিগুলি কী, যাদের পূজায় তোমরা রত আছ’? ‘তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এদের পূজারী হিসাবে পেয়েছি’ *(আম্বিয়া ২১/৫২-৫৩)*। তিনি বললেন, هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ إِذْ تَدْعُوْنَ، أَوْ يَنفَعُوْنَكُمْ أَوْ يَضُرُّوْنَ– ‘তোমরা যখন ডাক তখন কি তারা শুনতে পায়’? ‘অথবা তারা কি তোমাদের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে’? *(শো‘আরা ২৬/৭২-৭৩)*। তিনি বললেন, أَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ، وَاللهُ خَلَقَكُمْ

وَمَا تَعْمَلُوْنَ– ‘তোমরা কি এমন বস্তুর পূজা কর, যা তোমরা নিজ হাতে তৈরী কর’? ‘অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে ও তোমাদের কর্ম সমূহকে সৃষ্টি করেছেন’ *(ছাফফাত ৩৭/৯৫-৯৬)*।

ইবরাহীম (আঃ)-এর এই হক কথার পরিণতি হয়েছিল মর্মান্তিক। পিতা তাঁকে বাড়ী থেকে বের করে দেন *(মারিয়াম ১৯/৪৬)* এবং দেশের রাজা নমরূদ ধর্ম রক্ষার দোহাই দিয়ে তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেন *(আম্বিয়া ২১/৬৮)*। জান্নাত পিয়াসী ভাই ও বোনেরা উপরের আয়াতগুলি অনুধাবন করবেন কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর যে দরূদ আমরা পাঠ করে থাকি, তা তিনি শুনতে পান না। বরং তাঁকে ফেরেশতা মারফত পৌঁছানো হয়।[১১২] এরপরেও আমরা কিভাবে ভাবতে পারি যে, আমাদের কবরবাসীরা আমাদের আবেদন-নিবেদন শুনতে পান?

বড় পাপী কারা?

(১) ছবি ও মূর্তি শিরকের বাহন জেনেও যেসব ধর্মনেতা ও সমাজনেতা এগুলি নিজেরা করেন বা অন্যকে করতে বলেন।

(২) যারা এসবের বিরোধিতা করেন না। এগুলি দেখে চুপ থাকেন কিংবা দেখেও না দেখার ভান করেন।

(৩) যাদের হাতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এগুলির প্রতিরোধ করেন না।

(৪) যিনি যত বড় নেতা, তিনি তত বড় পাপী। যদি তিনি নিজে এগুলি করেন, বা করতে উৎসাহ দেন, মেনে নেন বা খুশী হন এবং তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ না করেন। বরং সহযোগিতা করেন।

বস্তুতঃ যুগে যুগে বড় বড় সমাজনেতারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করেছে ও তাদেরকে সর্বদা ধোঁকা দিয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ– ‘আর এভাবেই আমরা প্রত্যেক

---

১১২. আবুদাঊদ হা/২০৪২; মিশকাত হা/৯২৬। ইমাম নাসাঈ সংকলিত নাসাঈ ছুগরা, কুবরা বা ‘আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লায়লাহ কোন কিতাবেই হাদীছটি পাওয়া যায়নি। যদিও মিশকাতে এটি নাসাঈ কর্তৃক সংকলিত বলা হয়েছে।

জনপদের শীর্ষ পাপীদের অনুমতি দেই যাতে তারা সেখানে চক্রান্ত করে। অথচ এর দ্বারা তারা কেবল নিজেদেরকেই প্রতারিত করে। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না' *(আন'আম ৬/১২৩)*।

সারকথা (خلاصة القول) :

উপরের হাদীছ সমূহ পর্যালোচনা এবং বিদ্বানগণের বক্তব্য সমূহ পর্যবেক্ষণের পর আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি।-

(১) প্রাণীদেহের সব ধরনের ছবি, মূর্তি, ভাষ্কর্য ও প্রতিকৃতি সব সময়ের জন্য নিষিদ্ধ।

(২) সম্মানের উদ্দেশ্যে অর্ধদেহী বা পূর্ণদেহী সকল প্রকার প্রাণীর ছবি টাঙানো বা স্থাপন করা নিষিদ্ধ। প্রচার ও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে হ'লেও নিষিদ্ধ।

(৩) অন্য জাতির উপাস্য কোন বস্তু যেমন চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি ইত্যাদিকে বা এসবের ছবিকে সম্মান করা নিষিদ্ধ।

(৪) বৃক্ষ-লতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, মসজিদ ইত্যাদি পবিত্র স্থান সমূহের প্রাণী বিহীন ছবি সিদ্ধ। যদি তা সম্মান ও পূজার উদ্দেশ্যে না হয়।

(৫) বাধ্যগত কারণে, জনগুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে, রেকর্ড রাখার স্বার্থে ও হীনকর কাজে ব্যবহারের জন্য ছবি তোলা সিদ্ধ। যা টাঙানো হবে না।

(৬) খেলনা, ব্যবসা, প্রচার প্রভৃতি অনাবশ্যক কাজে ছবি-মূর্তি নিষিদ্ধ।

(৭) তবে সবধরনের ছবি থেকে বিরত থাকাই ইসলামী শরী'আতের অন্তর্নিহিত দাবী।

উপদেশ :

বস্তুতঃ ছবি-মূর্তি থেকে দূরে থাকার মধ্যেই ইহকাল ও পরকালে মঙ্গল নিহিত রয়েছে। এর বিপরীতে রয়েছে অমঙ্গল ও অকল্যাণ। ছবি-মূর্তি মানুষকে শিরকের দিকে ধাবিত করে এবং নানাবিধ অপচয়ে প্ররোচিত করে। অথচ মানুষকে তার জীবনের প্রতিটি পাই-পয়সা এবং প্রতিটি সেকেণ্ড ও মিনিটের হিসাব আল্লাহ্র কাছে দিতে হবে। যেমন তিনি বলেন, فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ– وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে'। 'আর কেউ অণু

পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে’ *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। মূলতঃ এ কারণেই ইসলাম ছবি-মূর্তির মূলোৎপাটনে কঠোর ভূমিকা রেখেছে।

আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوْا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ– ‘আমার রাসূল তোমাদেরকে যা নির্দেশ দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন, তা হ’তে বিরত থাকো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দানকারী’ *(হাশর ৫৯/৭)*। তিনি বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا– ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে’ *(আহযাব ৩৩/৩৬)*। অতএব আসুন! আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সনিষ্ঠ অনুসারী হই এবং ইহকালীন ও পরকালীন মঙ্গল হাছিল করি- আমীন!

উপসংহার (الخاتمة) :

মুমিনকে সর্বাবস্থায় শিরক ও বিদ‘আতের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার থাকতে হবে এবং একেই সবচাইতে বেশী ঘৃণা করতে হবে। এর সামান্য বু-বাতাস থেকেও দূরে থাকতে হবে। নিজের গৃহকে ছবি-মূর্তি থেকে পবিত্র রাখতে হবে। যাতে সেখানে সর্বদা রহমতের ফেরেশতা আগমন করতে পারে। সাথে সাথে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করা ছবি-মূর্তি, কবরপূজা ও স্থানপূজার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া ছাড়াও এর বিরুদ্ধে জামা‘আতবদ্ধভাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন- আমীন!

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

Contents

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
০১	আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০২	আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৩	ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৪	নবীদের কাহিনী-১ ও ২	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৫	নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)]	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৬	তাফসীরুল কুরআন- ৩০তম পারা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৭	ফিরক্বা নাজিয়াহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৮	ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৯	জিহাদ ও ক্বিতাল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১০	হাদীছের প্রামাণিকতা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১১	ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১২	সমাজ বিপ্লবের ধারা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৩	তিনটি মতবাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৪	জীবন দর্শন	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৫	দিগদর্শন-১ ও ২	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৬	দাওয়াত ও জিহাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৭	আরবী ক্বায়েদা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৮	আক্বীদা ইসলামিয়াহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৯	মীলাদ প্রসঙ্গ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২০	শবেবরাত (২য় সংস্করণ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২১	আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২২	উদাত্ত আহ্বান	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৩	নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৪	মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৫	হজ্জ ও ওমরাহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৬	ইনসানে কামেল (২য় সংস্করণ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৭	তালাক ও তাহলীল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৮	ছবি ও মূর্তি (২য় সংস্করণ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৯	ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩০	হিংসা ও অহংকার	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩১	বিদ‘আত হতে সাবধান (আরবী) -শায়খ বিন বায	অনুঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩২	নয়টি প্রশ্নের উত্তর (আরবী) -শায়খ আলবানী	অনুঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩৩	Salatur Rasool (sm)	Muhammad Asadullah Al-Ghalib

Contents